POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ؕ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ○

'তিনি যাহাকে চাহেন হিকমত প্রদান করেন, এবং যাহাকে হিকমত প্রদান করা হয়, তাহাকে প্রভূত কল্যাণ প্রদান করা হয়; প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিমান লোক ব্যতীত অন্য কেহ উপদেশ গ্রহণ করে না।'

(আল-বাকারা: ২২৭০)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 3

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 40

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 4 অক্টোবর , 2018 23 মহরম 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)বলেছেন: কিশতিয়ে নূহ পুস্তকের 'আমাদের শিক্ষা ' অংশ টুকু প্রত্যেক আহমদীর পড়া উচিত, বরং সম্পূর্ণ বইটিই পড়া উচিত।

ইলহামী ভাষায় মরিয়ম এবং ইবনে মরিয়ম দ্বারা আমাকেই বুঝাইতেছে। আমারই সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, 'আমরা তাহাকে নিদর্শন করিব' এবং আরও বলা হইয়াছে, এই সেই ঈসা ইবনে মরিয়ম যাহার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। মানুষ যাহার প্রতি সন্দেহ পোষণ করিতেছে, ইনিই সত্যবাদী। যাহার আগমনের কথা ছিল, এই ব্যক্তিই তিনি।' মানুষের সন্দেহ কেবল অজ্ঞতাপ্রসূত তাহারা বাহ্যিকতার উপাসক, খোদাতালার রহস্যাবলী বুঝিতে পারে না এবং প্রকৃত তত্ত্বের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি নাই।

'কিশতিয়ে নূহ' পুস্তক থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

হে বন্ধুগণ! চিন্তা কর এবং খোদাকে ভয় কর। ইহা কখনও মানুষের কর্ম নহে। এই সকল সূক্ষ্মতত্ত্ব মানুষের বুদ্ধি ও ধারণার অতীত। আজ হইতে বহুপূর্বে বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থ রচনাকালে যদি এইরূপ অভিসন্ধি আমার কল্পনায় আসিত, তবে সেই গ্রন্থেই আমি কেন এই কথা লিখিতাম যে, ঈসা-মসীহ ইবনে মরিয়ম আকাশ হইতে দ্বিতীয় বার আগমণ করিবেন? কিন্তু যেহেতু খোদাতালা জানিতেন যে, পূর্ব হইতে রহস্যটি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে এই প্রমাণটি দুর্বল হইয়া পড়িবে। তাই যদিও তিনি বারাহীনে আহমদীয়ার তৃতীয় খন্ডে আমার নাম মরিয়ম রাখিয়াছেন, এইরূপেই যেমন ঐ গ্রন্থ হইতে প্রমাণিত হয় যে, আমি দুই বৎসর যাবৎ মরিয়ম-রূপ অবস্থায় প্রতিপালিত হইয়া পর্দার আড়ালে বর্ধিত হইতেছিলাম, অতঃপর এই অবস্থায় দুই বৎসর অতিবাহিত হইলে মরিয়মের ন্যায় আমার মধ্যেও ঈসা (আ.)-এর রূহ ফুঁকিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং রূপকভাবে আমাকে গর্ভবতী নির্দেশ করা হইয়াছে (বারাহীনে আহমদীয়া: চতুর্থ খন্ড, ৪৯৬ পৃষ্ঠা), অবশেষে কয়েকমাস পরে, যাহা দশ মাসের অধিক হইবে না, এই ইলহাম দ্বারা যাহা সর্বশেষে 'বারাহীনে আহমদীয়া' চতুর্থ খন্ড ৫৫৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, আমাকে মরিয়ম হইতে ঈসাতে পরিণত করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপেই আমি ঈসা ইবনে মরিয়ম হইয়াছি।

বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থ প্রণয়নকালে এই নিগূঢ় রহস্যের কথা খোদাতালা আমাকে জ্ঞাত করেন নাই- অথচ এই রহস্য সংক্রান্ত যাবতীয় ওহীই আমার উপর অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং ঐ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু আমাকে ইহার তাৎপর্য এবং শৃঙ্খলার বিষয় জ্ঞাত করা হয় নাই। এই কারণেই আমি ঐ গ্রন্থে মুসলমানদের প্রচলিত আকীদাই লিখিয়া দিয়াছিলাম যেন আমার সরলতা ও অকপটতার বিষয়ে উহা সাক্ষী হয়। আমার ঐ লিখা ইলহামী উক্তি ছিল না বরং প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী তাহা ছিল, বিরুদ্ধবাদীগণের জন্য উহা সনদযোগ্য নয়। কারণ, আমি নিজের পক্ষ হইতে কোন অদৃশ্য বিষয় জানার দাবী করি না যে পর্যন্ত না খোদাতালা স্বয়ং আমাকে সেই বিষয় জ্ঞাত করেন। সুতরাং তদবধি আল্লাহর হিকমত ও উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থের কোন কোন ইলহামী রহস্য আমার অবোধ্য থাকে, কিন্তু সময় উপস্থিত হইলে ঔ সকল রহস্যের তাৎপর্য আমাকে বুঝানো হইল। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, এইরূপে মসীহ মাওউদ হইবার আমার এই দাবী কোন নূতন বিষয় নহে। ইহা সেই দাবী যাহা 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে বার বার স্পষ্ট ভাষায় লিখা হইয়াছে। এস্থলে আমি আর একটি ইলহামেরও উল্লেখ করিতেছি। ঐ ইলহামটি আমি আমার অন্য কোন পুস্তিকায় বা ইশতেহারে প্রকাশ করিয়াছি কিনা তাহা আমার স্মরণ নাই, কিন্তু একথা স্মরণ থাকে যে, শতশত লোককে উহা আমি শুনাইয়াছিলাম এবং আমার সংরক্ষিত ইলহামসমূহের মধ্যে ইহা বর্তমান আছে। ইহা ঐ সময়ের ইলহাম, যখন খোদাতালা আমাকে মরিয়ম উপাধি দান করেন এবং উহার পরে রূহ ফুৎকারের বিষয়ে ইলহাম করেন। অতঃপর এই ইলহাম হয়-

فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يٰلَيْتَنِيْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَ كُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا

'অতঃপর প্রসব বেদনা মরিয়মকে অর্থাৎ এই অধমকে, খেজুর বৃক্ষের দিকে লইয়া আসিল। অর্থাৎ জনসাধারণ, অজ্ঞ লোক ও অবুঝ আলেমগণের সংস্পর্শে আনিয়া দিল যাহাদের নিকট ঈমানের ফল ছিল না, যাহারা কুফরীর ফতওয়া দিয়াছিল, অবজ্ঞা-অবমাননা করিল, গালাগালি করিল এবং শত্রুতার এক ঝড় উঠাইল। তখন মরিয়ম বলিল, 'হায়! আমি যদি এর আগে মৃত্যুবরণ করিতাম এবং আমার নাম-নিশানাও যদি বাকি না থাকিত!' ইহা সেই বিক্ষোভের প্রতি ইঙ্গিত, যাহা শুরুতে মৌলভীদের পক্ষ হইতে সমবেতভাবে উত্থিত হইয়াছিল। তাহারা আমার এই দাবী সহ্য করিতে না পারিয়া প্রত্যেক উপায়ে আমাকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করে। অজ্ঞ লোকদের এইরূপ হৈ হুল্লোড় দেখিয়া আমার মনে তখন যে বেদনা ও কষ্ট হইয়াছিল, খোদাতালা এখানে উহার চিত্র অংকিত করিয়া দিয়াছেন। এই সম্বন্ধে আরও ইলহাম ছিল, যথা-

لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا- مَا كَانَ اَبُوْكَ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكَ بَغِيًّا

ইহার সঙ্গে আরও একটি ইলহাম 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থের ৫২১ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে উহা এই-

اليس الله بكاف عبده ولنجعله اية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا- قول الحق الذى فيه تمترون

('বারাহীনে আহমদীয়া'- এর ৫১৬ পৃষ্ঠার ১২ ও ১৩ ছত্র দ্রষ্টব্য)

এরপর ৮-এর পাতায় .....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

সামাজিক প্রথা সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা

হযরত সৈয়্যাদা উম্মে মাতীন মরিয়ম সিদ্দিকা (পঞ্চম পর্ব)

এমন মহিলা যারা খোদা এবং তাঁর রসুলের আদেশ পালনে বাধা দেয় তারা নিজেরাই অভিশপ্ত এবং শয়তানের অনুচর যাদের মাধ্যমে শয়তান নিজের কার্য সিদ্ধি করে। যে মহিলা আল্লাহ্ ও রসুলকে ভালবাসে, তার উচিত বিধবা হওয়ার পর কোন ঈমানদার, পুণ্যবান পাত্র সন্ধান করে বিয়ে করে নেওয়া এবং স্মরণ রাখা উচিত যে,স্বামীর সেবায় নিয়োজিত থাকা বিধবা অবস্থায় পাওয়া সুযোগ সুবিধা থেকে শতগুণ শ্রেয়।

(আল হাকাম, ২৪ শে মে, ১৯০২)

কুসংস্কার পালনে আঁ হযরত (সা.)-এর অবমাননা করা হয়। এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

'কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবেয়ুনি ইহবুবকুমুল্লাহ্'

আল্লাহ্ তা'লাকে প্রীত রাখার এই একটিই পদ্ধতি, অর্থাৎ আঁ হযরত (সা.)-এর সত্যিকার আনুগত্য করা। দেখা যায় যে, মানুষ নানান প্রকারের কুসংস্কারে আবদ্ধ। কেউ মারা গেলে বিভিন্ন প্রকারের বিদাত ও রীতি-রেওয়াজ পালন করা হয়, অথচ মৃতের জন্য দোয়া করা উচিত ছিল। রীতি-রেওয়াজ পালন করা কেবল আঁ হযরত (সা.)-এর (আদেশের প্রতি) বিরুদ্ধচারণই করা হয় না, তাঁর অবমাননাও করা হয় এবং এর দ্বারা যেন বোঝানো হয় যে, আঁ হযরত (সা.)-এর বাণীকে যথেষ্ট ও স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করা হচ্ছে না। যদি যথেষ্ট মনে করত তবে নিজেদের পক্ষ থেকে কুসংস্কার প্রবর্তন করার প্রয়োজন কেন দেখা দিত?

এক বুযুর্গ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সমীপে নিবেদন করেন যে, হুযর! আমি চাকুরী করার পূর্বে এই সংকল্প বা ব্রত করেছিলাম যে চাকুরি পেলে টাকায় আধ আনা হিসেবে বের করে সেই পয়সায় খাবার প্রস্তুত করে হযরত পীরকুলের পীরের খতম করাব। এ সম্পর্কে হুযুর কি মত দেন?

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: দান-খয়রাত করা অবশ্যই বৈধ তা সে যে উপায়েই করা হোক বা মানুষ যেভাবে দিতে পারে দিক, কিন্তু এই ফাতেহা খানির উপকার কি তা আমি জানি না। এবং এও জানি না যে তা কেন করা হয়। আমার মতে এটি আমাদের দেশের প্রথা হিসেবে প্রচলন পেয়েছে। এতে কিছুটা কুরআন শরীফের আয়াত পাঠ করা হয়। এটি এক প্রকারের শিরক। আঁ হযরত (সা.)-এর কর্মবিধি থেকে এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অভাবী ও মিসকীনদেরকে অবশ্যই আহার করাও। "

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ২৪১)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মজলিসে প্রশ্ন উপস্থাপিত হয় যে, কারো মৃত্যুর পর কিছু দিন মানুষ একই স্থানে একত্রিত থাকে এবং ফাতেহা খানি করে। ফাতেহা খানি মাগফেরাতের দোয়া। এতে কিসের অসুবিধা?

তিনি (আ.) বলেন:

" আমরা দেখেছি যে, সেখানে পরনিন্দা-পরচর্চা এবং অনর্থক কথপোকথন ছাড়া আর কিছুই হয় না। অতঃপর প্রশ্ন আসে যে, নবী করীম (সা.) বা সাহাবা কেরাম ও ইমামগণের মধ্য থেকে এমনটি কেউ করেছেন কি? যখন করেন নি, তবে অহেতুক বিদাতের দরজা খোলার প্রয়োজন কি? আমাদের বিশ্বাস এই প্রথার কোন প্রয়োজন নেই আর এটি অবৈধ। যারা জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারে নি সে নিজের মত করে দোয়া করুক বা জানাযা গায়েব পড়ুক।

(মালফুযাত ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৭৭)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মজলিসে নিবেদন করা হয় যে, যখন কোন মুসলমান মারা যায় তখন ফাতেহা খানির প্রথা প্রচলিত আছে। শরীয়তে এর কোন মূল আছে কি না?

তিনি (আ.) বলেন: না হাদীসে এর কোন উল্লেখ আছে, না কুরআনে আছে, না সুন্নতে।"

নিবেদন করা হয় যে, যদি ধরে নেওয়া হয় যে, এটি মাগফেরাতের দোয়া ছাড়া আর কিছুই নয়?

তিনি (আ.) বলেন: .....এই পদ্ধতিতে দোয়া সঠিক নয়। কেননা, বিদাতের দরজা খুলে যায়।"

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪২৪)

একবার হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

" এটি সঠিক নয়, এটি বিদাত। আঁ হযরত (সা.)-এর দ্বারা এটি প্রমাণ হয় না যে তিনি এভাবে মাদুর পেতে বসে ফাতেহা খানি করতেন।"

মুসলমানদের মৃত্যুর তৃতীয় দিনে 'কুল' করার প্রথা প্রচলিত আছে। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

"'কুল' খানির কোন সূত্র শরীয়তে নেই। সদকা, দোয়া এবং ইসতেগফার মৃতের কাছে পৌছায়।

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৯০)

তিনি আরও বলেন,

" আমরা দ্বীন লাভ করেছি নবী করীম (সা.)-এর কাছ থেকে। এতে এই সব বিষয়ের নাম-চিহ্ন পর্যন্তও নেই। সাহাবাগণও মৃত্যু বরণ করেছেন। কারো কি 'কুল' পাঠ করা হয়েছে? শত শত বছর পর বিদাতের মত এটি একটি বিদাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৯০)

মৃত্যু প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। এই পর্যায়েও আমাদের চেষ্টা করা উচিত সেই নমুনা দেখানো যা আঁ হযরত (সা.) এবং তাঁর সাহাবাগণ দেখিয়ে এসেছেন এবং যা এই যুগে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদেরকে দেখিয়েছেন। কোন কাজ এমন যেন না হয় যা আঁ হযরত (সা.)-এর সুন্নত এবং কুরআন করীমের আদেশের পরিপন্থী হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

শিশুর জন্ম সংক্রান্ত রীতি-রেওয়াজ

শিশুর জন্মাবার পর শরীয়তের আদেশ হল বাচ্চার কানে আযান দাও। সপ্তম দিনে আকিকা কর, মাথা কামাও, ছাগল জবেহ কর আর পুত্র সন্তান হলে 'খাৎনা' করাও, ছাগলের মাংস নিজে খাও এবং বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী এবং গরীবদের মধ্যে বিতরণ কর; যাতে তারাও তোমার আনন্দের সামিল হয়। কিন্তু এর বিপরীতে এখনও অনেক আহমদী পরিবারেও 'খাৎনারৎ সময় যথারীতি অনুষ্ঠান করা হয় এবং আমন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মীয়-স্বজনেরা একত্রিত হয় এবং অর্থ অপচয় করা হয়। অথচ এটি খোলাখুলি বিদাত। ইসলামের ইতিহাস বা শরীয়ত থেকে কোথাও এর বৈধতা পাওয়া যায় না। শিশুদের নিয়ে আরও একটি প্রথা প্রচলিত রয়েছে আর সেটি হল 'বিসমিল্লাহ্'র অনুষ্ঠান। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আল্লাহ্র আদেশ হল সন্তানকে শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি মনোযোগী করে তোলা। বস্তুত যেদিন শিশু ভূমিষ্ঠ হয় তার কানে আযান দেওয়ার মাধ্যমেই তরবীয়ত আরম্ভ হয়ে যায়। তবুও সে যখন পড়া শোনা করার বয়সে উপনীত হয় তখন তার শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করো। সর্বপ্রথম বিষয় হল কুরআন মজীদ পড়ানো। অনেকে চার বছর বয়সে যথারীতি 'বিসমিল্লাহ্র' অনুষ্ঠান করে দেয়, সে পড়ে পড়ুক না বা না পড়ুক। কিন্তু চার বা সাড়ে চার বছর বয়সে যথারীতি বিসমিল্লাহর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবং অর্থ অপচয় করে।

এক ব্যক্তি লিখিত আকারে [হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সমীপে] নিবেদন করে যে, আমাদের এখানে শিশুর বিসমিল্লাহ করানোর বয়সে তার শিক্ষক মৌলবীকে একটি রূপার বা স্বর্ণের ফলক এবং রৌপ্য বা স্বর্ণের একটি কলম ও দোয়াত দেওয়ার প্রথা রয়েছে। আমি যদিও একজন দরিদ্র ব্যক্তি, কিন্তু এই বস্তুগুলি শিশুর বিসমিল্লাহ্র সময় আপনার খিদমতে পাঠিয়ে দিতে চাই। হযরত আকদস (আ.) বললেন-

" রৌপ্য বা স্বর্ণের ফলক, কলম ও দোয়াত দেওয়া-এগুলি সব বিদাত এবং এর থেকে বিরত থাকা উচিত। গরিব হওয়া সত্বেও এবং কম সম্পত্তি থাকা সত্বেও এমন অপচয় করা ঘোর পাপ।"

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৪৮)

আরও একটি প্রথা যা ইংরেজদের অনুসরণে আমাদের দেশে প্রচলন পেয়েছে সেটি হল বর্ষপূর্তি উদযাপন করা। অর্থাৎ প্রতিবছর শিশুর জন্মদিন পালন করা এবং সেই উপলক্ষ্যে পার্টির আয়োজন করে আমন্ত্রণ করা। এগুলি সব বৃথা কর্ম যা থেকে বিরত থাকা উচিত। যদিও আঁহযরত (সা.) বলেছেন, যদি কোন পবিত্র ও কল্যাণকর কিছু বিষয় ভিন্ন জাতিতে দেখতে পাও তা অবলম্বন কর। কিন্তু কোন অপ্রীতিকর বস্তু স্বজাতিতে দেখলেও তা পরিহার কর। জন্মদিন পালন ভাল বিষয়ের মধ্যে পড়ে না। এটি পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুসরণ যার কোন উপকার নেই। সেই অর্থই মানুষ যা গরীবদের সাহায্যের জন্য বা ইসলাম প্রচারের জন্য খরচ করতে পারত তা একদিনের অনুষ্ঠানে খরচ করে ফেলে। এর পরিবর্তে পিতামাতা যদি সন্তানের একটি বছর সুষ্ঠভাবে অতিক্রান্ত হওয়ার কারণে নিজেকে আল্লাহ্ ত'লার কৃতজ্ঞ বান্দা প্রমাণ করতে চায় তবে আল্লাহ্র গরীব বান্দা এবং অভবপীড়িত শিশুদের বস্ত্র, শিক্ষা এবং চিকিৎসার জন্য খরচ করুন যাতে জাতির উপকার হয় এবং আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্ট হন। এই প্রথাগুলি কিভাবে প্রচলন পেয়েছে? কেন এক্ষেত্রে পরস্পরকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। কেবল

এরপ ৮-এর পাতায়....

জুমআর খুতবা

আলহাম্‌দুলিল্লাহ আজ থেকে জামাতে আহমদীয়া জার্মানীর জলসা শুরু হচ্ছে। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে আরও একটি জলসা সালানায় অংশগ্রহণের সৌভাগ্য দান করছেন।

এই জলসা কোন জাগতিক মেলা নয় আর এখানে একত্রিত হওয়া কোন জাগতিক উদ্দেশ্য নয় বা কোন সংখ্যা প্রদর্শন করাও নয় বা এই জগতের উপর জাগতিক কোন প্রভাব সৃষ্টি জলসার উদ্দেশ্য নয়। বরং এখানে যারা সমবেত হয় তাদেরকে একদিকে যেমন বিশুদ্ধ চিত্তে খোদার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য একত্রিত হওয়া উচিৎ যেন এখানে নিজের জ্ঞানগত এবং আধ্যাত্মিক পিপাসার নিবারন হয়, তেমনি অপরদিকে খোদার বান্দাদের প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনকারী এবং সেসব অধিকার প্রদানের বিষয়ে সচেষ্ট হয়।

জলসা সালানার অতিথিসেবক, কর্মীবৃন্দ এবং জলসায় অংশগ্রহণকারী অতিথিদের উদ্দেশ্যে কুরআন, হাদীস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণীর আলোকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী।

প্রত্যেক কর্মী এবং জলসায় যোগদানকারী প্রত্যেক আহমদীকে ইসলামের অনিন্দ্যসুন্দর শিক্ষার বাস্তব নমুনা দেখিয়ে তবলীগের মাধ্যম হতে হবে এবং সুন্দর শিক্ষা দেখানোর মাধ্যম হতে হবে। কর্মীরা তাই এ দৃষ্টিকোন থেকে, আপনারা সবাই নীরবে তবলীগের কাজ করছেন।

শুধু জলসায় যোগদান করলেই আপনি মেহমান হতে পারবেন না।

যদি আপনারা হযরত মসীহ মাউওদ (আ.) এর শিক্ষার উপর আমল না করেন তার কথা মেনে না চলেন, তার জলসার আয়োজনের উদ্দেশ্য পূর্ণ না করেন তাহলে আপনারা যদি হাজার বারও বলেন যে মসীহ মাউওদ (আ.)এর অতিথি হিসেবে আমরা জলসায় এসেছি তবুও আপনারা অতিথি নন। কারণ আপনাদের কার্যকলাপ প্রমাণ করে যে আপনারা অতিথি নন।

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক জার্মানীর কালসারওয়ের **DM Arena** থেকে জলসা সালনা জার্মানীতে প্রদত্ত ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (২৪ যহুর, ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাউজ, তাসমিয়া ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন- আলহাম্‌দুলিল্লাহ আজ থেকে জামাতে আহমদীয়া জার্মানীর জলসা শুরু হচ্ছে। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে আরও একটি জলসা সালানায় অংশগ্রহণের সৌভাগ্য দান করছেন।

জলসা সালানা কি? আমরা বছরের পর বছর ধরে শুনে আসছি বরং যখন থেকে জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হতে আরম্ভ হয়েছে, শতাধিক কাল পূর্ব থেকে আমরা এটি শুনে আসছি যে জলসার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মাউওদ (আ.) বলেছেন, ' এই জলসা কোন জাগতিক মেলা নয় আর এখানে একত্রিত হওয়া কোন জাগতিক উদ্দেশ্য নয় বা কোন সংখ্যা প্রদর্শন করাও নয় বা এই জগতের উপর জাগতিক কোন প্রভাব সৃষ্টি জলসার উদ্দেশ্য নয়। (শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৯৫) বরং এখানে যারা সমবেত হয় তাদেরকে একদিকে যেমন বিশুদ্ধ চিত্তে খোদার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য একত্রিত হওয়া উচিৎ যেন এখানে নিজের জ্ঞান-পিপাসা এবং আধ্যাত্মিক পিপাসার নিবারণ হয়, তেমনি অপরদিকে খোদার বান্দাদের প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয় এবং সেসব অধিকার প্রদানের বিষয়ে তারা সচেষ্ট হয়।

কিন্তু একথা বলতে গিয়ে আমার দুঃখ হয় যে, এখানে অনেকে জলসায় যোগদানের জন্য আসে ঠিকই, অথচ অর্জন কিছুই করে না। কিছু বন্ধু-বান্ধবের সাথে সাক্ষাত বা কিছু দুনিয়াদারির কথা বার্তা বলা ছাড়া আর কোন লাভ হয় না। এমন মানুষ সমস্যাও তৈরী করে থাকে। এরা কিছু যুবক বা কিশোরদের জন্য স্খলনের কারণ হয়। অনেকে অত্যন্ত ঘৃণ্য আচার আচরণ করে বসে আর মনে করে আমাদেরকে কেউ দেখছে না। আমাদেরকে সব সময় স্মরণ রাখা উচিৎ খোদা তা'লা সব সময় প্রতিটি মুহূর্ত মানুষকে দেখছেন।

তাই আজ আমি সর্বপ্রথম যে কথা বলতে চাই, তাহলো সবার হৃদয়ে একথা ভালো ভাবে গেঁথে নেওয়া উচিত, এ জলসা সম্পূর্ণ ভাবে আধ্যাত্মিক জলসা। এ জলসার আয়োজনের উদ্দেশ্য হল তাকওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের উন্নতি করা এবং খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা আর এ ক্ষেত্রে উন্নতি করা। কোন কোন অমুসলিম বা অ-আহমদীর সামনে আমাদের দূর্বলতা হয়তো বা প্রকাশ পায় না। তাদের সামনে কিছুটা সতর্কতাও অবলম্বন করা হয়ে থাকে আর আল্লাহ তা'লাও কিছুটা ভুল-ত্রুটি গোপন রাখেন যাতে কতক ব্যক্তির ভূল আচার আচরণের কারণে জামাতের সুনাম হানি না হয়। আমি যে ভাবে বলেছি প্রথম কথা যার প্রতি আজকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হল জলসার উদ্দেশ্য কি? জলসার উদ্দেশ্য সেটি যা মসীহ মাওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন, আর তা হল তাকওয়া সৃষ্টি হওয়া। জলসার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) জলসা অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে বলেছেন, "তাদের মাঝে যেন খোদা ভীতি সৃষ্টি হয়; তাকওয়া, ভক্তি, পরহেজগারি, অন্তরের কোমলতা, পরস্পরিক ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের ক্ষেত্রে তারা যেন আদর্শ হয়ে যায় এবং তাদের মাঝে বিনয় ও সততা সৃষ্টি হয়।

(শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৯৪)

পুনরায় জামাতকে নসীহত করতে গিয়ে মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "তাকওয়া অবলম্বন কর, তাকওয়া সব কিছুর মূল। তাকওয়ার অর্থ হলো প্রতিটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পাপের পথগুলি থেকে বিরত থাকা।" তিনি বলেন, "যে বিষয়ে পাপের বিন্দুমাত্রও আশঙ্কা রয়েছে তা এড়িয়ে চলাই হল তাকওয়া।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড,পৃষ্ঠা: ৩২১, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

এখন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্ম-বিশ্লেষণ করে যদি দেখে তাহলে সে নিজের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা করতে পারবে যে, এই পরিভাষা অনুযায়ী আমরা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পাপ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করছি কি না এবং যে বিষয় পাপ হতে পারে বলে সন্দেহ হয় তা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছি কি না। কোন ব্যক্তি যদি এ বিষয়ের নিরিখে নিজেকে যাচাই করে দেখে এবং এই কথা গুলি মেনে চলে, আত্মজিজ্ঞাসা করার পর দেখে যদি আমরা সত্যিকার অর্থেই

আমল করছি কেবল তবে আমরা ধরে নিতে পারি জলসায় আসার যে উদ্দেশ্য তবেই তা পূর্ণ করেছি বা সেটি অর্জনের চেষ্টা করছি। অন্যথায় নিছক বক্তৃতা শোনা, সাময়িক আবেগ প্রকাশ করা এবং নারা-ধ্বনি উত্তোলন করা নিরর্থক। নারা -ধ্বনি উত্তোলন করার সময় অনেকের চেহারার ভঙ্গি এবং হাসি থেকে বোঝা যায় এটি কোন আন্তরিক উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং শুধু নারা-ধ্বনি দেওয়ার জন্যই 'নারা' দেওয়া হচ্ছে। পূর্বে এ সমস্ত মানুষের চেহারার অভিব্যক্তি গোপন থাকত, এখন ক্যামেরার চোখ অজ্ঞাতে তাদের অবস্থা প্রকাশ্যে এনে দেয় আর এটি স্থায়ী ভাবে সংরক্ষিত থেকে যায়। পূর্বে অনুষ্ঠানগুলি শুধু এমটিএ-তে দেখা যেত। এখন সোসাল মিডিয়াতেও প্রচারিত হয় এবং চেহারাগুলি দেখা যায়। কার অভিব্যক্তি কেমন এটি স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে।

আর একটি গুণমান হল মানুষের অভ্যন্তরীন অবস্থা এবং তাকওয়া, যা সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বর্ণনা করেছে। তিনি বলেন, "মোত্তাকির জীবনে তাকওয়ার প্রভাব ইহজগতেই আরম্ভ হয়ে যায় । এটি পাওনা কোন বিষয় নয়, এটি নগদ বিষয়। যে ভাবে মানবদেহে বিষ এবং প্রতিশেধকের প্রভাব তাতক্ষনিক ভাবে পড়ে।" মানুষ যদি বিষপান করে বা কোন ঔষধ সেবন করে, তবে শরীরে তার ক্রীয়া আরম্ভ হয়ে, বরং অনেক ক্ষেত্রে মূহুর্তের মধ্যেই এর প্রভাব পড়ে। "একই ভাবে তাকওয়ারও একটি প্রভাব পড়ে।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড,পৃষ্ঠা: ৩২৪, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

তিনি এই গুণমান বর্ণনা করেছেন। অতএব এটি হতে পারে না যে মানুষ তাকওয়ার পথে পদচারণা করবে অথচ তার প্রভাব প্রকাশ পাবে না। তাকওয়ার পথে পদবিক্ষেপকারী কখনো পাপের নিকটে যেতেই পারে না তার চিন্তা ধারা ক্রমশঃ পবিত্র হওয়া আরম্ভ হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেকে নিজের অবস্থা যাচাই করতে পারে।

এক বার হযরত মসীহ মাউওদ (আ.) বলেন, আমি এসব কথা বার বার এজন্য বলি যাতে আল্লাহ তা'লা যে এই জামাত গঠন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তার উদ্দেশ্যই হল সেই প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞান যা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে....." আল্লাহ্ তা'লাকে চেনার জ্ঞান পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে, জাগতিক বিষয়াদি এগুলোর উপর প্রধান্য বিস্তার করেছে আর খোদার প্রতি আকর্ষন হ্রাস পেয়েছে। ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রধান্য দেওয়ার অঙ্গিকার ও দাবি করা হয়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এমন সময় আসে যেখানে জগত প্রাধান্য পায় এবং ধর্ম পশ্চাতে চলে যায়।" এবং সেই প্রকৃত তাকওয়া এবং পবিত্রতা যা এ যুগে দেখা যায় না, সেটিকে পুন:প্রতিষ্ঠিত করা।"

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ২৭৭-২৭৮, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

জামাতের উদ্দেশ্য কি? সেই উদ্দেশ্য হল পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া তাকওয়া এবং পবিত্রতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। অতএব খোদার ইচ্ছা অনুসারে যে তাকওয়া ও পবিত্রতা অর্জনের চেষ্টা করবে সেই সফলকাম হবে এবং হযরত মসীহ মাউওদ (আ.)-এর দৃষ্টিতে সেই প্রকৃত আহমদী আর এই জলসার উদ্দেশ্যকে অর্জনকারী।

দ্বিতীয় যে বিষয়গুলোর উপর দৃষ্টি আর্কষন করতে চাই সে গুলো উপর আমলও তখনই করা সম্ভব যদি হৃদয়ে খোদার ভয় থাকে আর জলসায় আগমনের উদ্দেশ্য অর্জনের যদি বাসনা থাকে। যেরূপ হযরত মসীহ মাউওদ (আ.) জলসার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর মাঝে কি কি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাওয়া উচিত। একটি হলো খোদার মারেফাত অর্থাৎ খোদাকে চেনার জ্ঞান অর্জনের পর তার হৃদয় কোমল হবে। পরস্পরের জন্য ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ, বিনয় এবং সত্যবাদীতার উচ্চ মান থাকা কাম্য।

জলসায় দুই প্রকারের মানুষ অংশগ্রহণ করে থাকেন। অংশগ্রহণকারী বলা উচিত না বরং জলসার ব্যবস্থাপনার অধিনে একটা শ্রেণী থেকে থাকে আর একটি শ্রেণী যারা জলসা শোনার জন্য আসছে। যাই হোক দু ধরনের মানুষের সাথে জলসার সম্পর্ক। আর এই উভয় শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এই বিশেষত্ব সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। যে সমস্ত কর্মীবৃন্দ বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে খেদমত করছে তারাও এর উর্দ্ধে নয়, আর জলসা শোনার উদ্দেশ্যে যোগদান করছে তারাও। উভয়কে এই এই মাপকাঠিতে যাচাই করে দেখতে হবে। অতিথি এবং স্বাগতিক উভয়কেই এই মানে উত্তীর্ণ হতে হবে। এদের উভয়ের মাঝে তাকওয়া থাকলে তবেই এই বৈশিষ্ট্যগুলি বিকশিত হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে উভয়কেই আমি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তাদের মাঝে যদি এই বৈশিষ্টাবলী সৃষ্টি হয় জলসার পরিবেশও আনন্দময় হবে আর জলসায় আসার উদ্দেশ্যও পূর্ণ হবে। কর্তব্যরত কর্মীরা ভাবতে পারে যে আমরা দায়িত্ব পালন করছি আমরা সেচ্ছাসেবী, তাই আমরা মহৎ উদ্দেশ্য অর্জন করে ফেলেছি বা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করেছি। অবশ্যই খোদাকে সন্তুষ্ট করেছ যদি এবিষয়গুলির উপর আমলও করেছ। অনুরূপভাবে অংশগ্রহণকারীরাও এমন দাবি করতে পারে না যে, আমরা দীর্ঘ সফর অতিক্রম করে এসেছি তাই এর দ্বারা আল্লাহ তা'লাকে সন্তুষ্ট করে নিয়েছি। অবশ্যই সন্তুষ্ট করেছ যদি খোদার মারেফাত বা তত্ব জ্ঞান সৃষ্টি হয়েছে এবং এবং মানুষের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

সর্ব প্রথম কর্মীদের বা স্বাগতিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলব যে আপনারা নিজেদের মাঝে বিশেষ ভাবে এই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির চেষ্টা করুন, আপনাদের আবেগ অনুভুতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন। সর্বাবস্থায় অতিথির প্রতি যত্নবান হতে হবে। কোমল ভাষায় বলতে হবে। যে ভাবে হযরত মসীহ মাউওদ (আ.) বলেছেন। কর্মকর্তা ও কর্মীদের সর্বোপরি দায়িত্ব হল কোমল ভাষা ব্যবহার করা এবং বিনয় প্রদর্শন করা এবং সর্বাবস্থায় অতিথিদের প্রতি যত্নবান থাকা। কর্মকর্তা এবং কর্মীদের দায়িত্ব হল নরম ভাষায় কথা বলা।

এরপর রয়েছে কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক। সে ক্ষেত্রেও ভালবাসা, নিষ্ঠা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ থাকা বাঞ্ছনীয়। অতিথিরে সঙ্গেও এবং নিজেদের মধ্যেও এই সম্পর্ক থাকা কাম্য। কর্মকর্তার অধীনে কাজ করতে গিয়ে পরস্পরের কথা শুনে যদি রেগে যায় তবে সেই সমস্ত অ-আহমদী অতিথিদের উপর এর বিরূপ প্রভাব পড়বে যারা শুনেছে যে আহমদীদের জলসায় কর্মীরা পরস্পর ভালোবাসাপূর্ণ পরিবেশে কাজ করে, কোন প্রকার ক্রোধভাব তাদের থেকে প্রকাশ পায় না, যখন তারা কলহ বা ঝগড়া বিবাদ দেখবে বা দুই ব্যক্তিকে উচ্চ স্বরে কথা বলতে দেখবে। কর্মীদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, কয়েকদিনের জন্য যখন নিজেদেরকে সেবার জন্য উপস্থাপন করেছেন আর এমন সেবার উদ্দেশ্য যা উচ্চ মর্যাদা রাখে, যা হযরত মসীহ মাউওদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবা। এক্ষেত্রে এমন ব্যবহার করা উচিৎ যার ফলে অতিথিদের কোন কষ্ট হবে না আর কর্মীদেরও পরস্পরের কষ্টের কারণ হবে না। জলসার তরবীয়তের প্রশিক্ষনের অংশ হল কর্মকর্তা এবং কর্মী উভয়কে নিজেদের আবেগ অনুভুতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। পার্কিং, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ থেকে খাদ্য প্রস্তুতকারী এবং সাফাইকর্মী-প্রত্যেকের উন্নত মানের আচরণ প্রদর্শন করা উচিত। আল্লাহ তা'লা কুরআন শরীফে বলেছেন, 'কুলু লিন্নাসে হুসনা' (আল বাকারা, আয়াত: ৮৪) অর্থাৎ মানুষের প্রতি কোমল মতি হও। এ কথা আল্লাহ তা'লা চারিত্রিক এবং নৈতিক মান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বলেছেন। এটি একটি সার্বজনীন নির্দেশ। এক মোমেনের পক্ষ থেকে সবসময় উন্নত আচার-আচরণ প্রদর্শিত হওয়া উচিত। কিন্তু এক বিশেষ পরিস্থিতিতে যখন আপনারা নিজেদেরকে জলসার অতিথিদের সেবার জন্য উপস্থাপন করেছেন, সে সকল অতিথি যারা হযরত মসীহ মাউওদ (আ.)এর অতিথি যারা নিজেদের জ্ঞানগত, কর্মগত এবং আধ্যাত্মিক অবস্থার মান উন্নত করার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন, তাদের ব্যবহারিক তরবীয়ত এবং প্রশিক্ষণ কর্মীরা নিজেদের আচরণের মাধ্যমেও করতে পারে এবং করবে। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে কর্মীরা দ্বিগুন পুণ্যের ভাগীদার হবেন। প্রথমত জলসার কাজে নিজেদেরকে উপস্থাপনের মাধ্যমে, দ্বিতীয়ত নিজেদের উন্নত নৈতিক চরিত্রের মাধ্যমে অন্যদের তরবীয়ত এবং সু-শিক্ষার মাধ্যমে। অন্যদের মাঝে চেতনা সৃষ্টির মাধ্যমে জলসায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নত আচার আচরণ প্রদর্শন করা উচিত। যদি কেউ কঠোর ভাষায় কথা বলে আর অন্যায় আচরণকারী ব্যক্তি যদি দেখে যে কর্মী নম্রতার সাথে দিচ্ছে এবং উন্নত আচরণ প্রদর্শন করছে, তাহলে এই ব্যবহারিক নমুনা নিজ গুণেই অপরের মাঝে তার ভুলের জন্য অনুশোচনাবোধ জাগিয়ে ব্যবহারিক তরবীয়ত করবে। মহানবী (সা.) বলেছেন, উত্তম ব্যবহারের চেয়ে ভারি বস্ত দ্বিতীয়টি নেই।

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবু আদাব ফি হুসনিল খুলক, হাদীস: ৪৭৯৯)

ওজন করলে উন্নত আচরণ সবথেকে বেশি ভারি হবে। কেননা উত্তম আচরণই পৃথিবীর বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার অবসানকারী। উন্নত আচার আচরণই মানুষকে আল্লাহর প্রাপ্য অধিকার প্রদানের দিকে পরিচালিত করে।বরং হযরত মসীহ মাউওদ (আ.) লিখেছেন কোন কোন ক্ষেত্রে বান্দার অধিকার আল্লাহর অধিকারের চেয়ে বেশী গুরুত্বপুর্ণ প্রমাণিত হয়।

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৯০, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

অর্থাৎ রসুলে করিম (সা.) বলেছেন উন্নত চরিত্র উন্নত আচার আচরণের ফলশ্রুতিতে মানুষের আবেগ অনুভুতি নিয়ন্ত্রণে আসবে, ধৈর্য্য প্রদর্শিত হবে,

অন্যের অন্যায় কথারও নম্রতার সাথে উত্তর দেওয়ার মত সৎ গুণাবলীও মানুষের মাঝে সৃষ্টি হবে। এই উন্নত আচার আচরণ বা উন্নত নৈতিক গুণাবলীর কারণে মানুষের জীবনের অনেক পাপের ক্ষমা প্রাপ্তিও ঘটে।

প্রথম কথা যা সব কর্মীর ভালভাবে স্মরণ রেখে তার উপর আমল করতে হবে, তা হল আচার আচরন যেন উন্নত মানের হয়। দেখুন কত সহজ বিষয় এটি আল্লাহ তালা সেই সব মানুষকে কিভাবে বিশেষ দানে ধন্য করছেন যারা শুধু আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের মুখ বন্ধ রাখে এবং মুখে তাদের মৃদু হাসি থাকে। কেউ যদি বলে যে দায়িত্বের বোঝার কারণে বা অমুক ব্যক্তির অন্যায় আচরণের কারণে আমিও উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম,তবে এমন ক্ষেত্রে আমাদের নেতা আমাদের মনীব মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত যার সম্পর্কে আল্লাহ নিজেই বলেছেন যে, 'তিনি তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ'। এমন কোন কষ্ট ছিল না যা তিনি পাননি, এমন কোন দুশ্চিন্তা ছিলনা যার শিকার হননি বা যা তাঁর জন্য তৈরী করা হয়নি। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) কল্পনাতীত বেশী কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন এবং তা সহন করেছেন। সাহাবীরা বর্ণনা করেন, কিন্তু এতদ্সত্বেও , আমরা মহানবী (সা.) এর চেয়ে বেশী হাস্যোৎফুল্ল মুখ দেখিনি।

(সুনানে তিরমিযি, আবওয়াবুল মানাকেব, হাদীস-৩৬৪১)

সর্বক্ষণ তাঁর পবিত্র চেহারায় হাসি লেগে থাকতো। এই হল আমাদের নেতা ও মান্যবর হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ।

তিনি আরও বলেছেন, আর আমাদেরকে এই কথার মাধ্যমে সতর্ক করেছেন, যে ব্যক্তি কোমলতা এবং নম্রতা থেকে বঞ্চিত, সে কল্যাণ থেকেও বঞ্চিত।

(সুনানে তিরমিযি, আবওয়াবুল বির ওয়াস সিলা, হাদীস-২০১৩)

তোমার মাঝে যদি নম্রতা না থাকে কোমলতা না থাকে তুমি কল্যাণ থেকেও বঞ্চিত। এই কথাটি কর্মীদের জন্য প্রযোজ্য আর অতিথিদের জন্যও। অনেকে পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া আরম্ভ করে দেয়, ফলে তারা কল্যাণ থেকেও বঞ্চিত হয়। অতএব বছরের পর আল্লাহ তা'লা আপনাদেরকে যে সুযোগ দিচ্ছেন এতে সবার বিশেষ করে কর্মীদের সুন্দর আচার ব্যবহারের মান কোমলতা এবং নম্রতার মান এবং চেহারায় হাস্যেৎফুল্লতার বহিঃপ্রকাশ পূর্বের চেয়ে বেশী করা উচিত।

হযরত মসীহ মাউওদ (আ.) অতিথিদের সাথে উত্তম ব্যবহারের জন্য যে নসিহত আমাদেরকে করেছেন তাও সব কর্মীদের সবসময় সামনে রাখা উচিত। তিনি বলেন অতিথির হৃদয় আয়না সদৃশ ভঙ্গুর হয়ে থাকে এবং সামান্য আঘাত লাগলে ভেঙ্গে যায়।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা:৪০৬, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

এরপর অতিথিদের যারা সেবা করে তাদের সার্বিক নির্দেশনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'দেখ অনেক মেহমান এসেছে তাদের কতককে তোমরা চেন আবার অনেককে তোমরা চেন না। তাই উচিত হবে সবাইকে সম্মানযোগ্য মনে করে তাদের আপ্যায়ন করা।"

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২২৬, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

অতএব আতিথেয়তার ক্ষেত্রে কোন প্রকার ভেদাভেদ হওয়া উচিত নয়। পরিচিতদের সাথে বেশী ভাল ব্যবহার করা হচ্ছে আর অপরিচিতদের ঠিকমত দেখাশোনা করা হচ্ছে না, বা তাদের প্রতি রুক্ষ আচরণ করা হচ্ছে- এমনটি যেন না হয়। এবার এখানে আফ্রিকা এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে অনেক অতিথি এসেছেন। পুর্বে তো কেবল পূর্ব ইউরোপ এবং অন্যান্য দেশ থেকে মানুষ এখানে আসত। সকল আগত অতিথিরা যেন জলসা সালানা জার্মানীর এবং স্বাগতিকদের বিষয়ে সুখকর স্মৃতি নিয়ে ফিরে যায় তা নির্ভর করছে আপনাদের আচার আচরণের উপর। এদিক থেকেও আপনারা নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হন। বিশেষ করে অ-আহমদী অতিথিবৃন্দ তাদের জন্য প্রত্যেক কর্মী এবং জলসায় যোগদানকারী প্রত্যেক আহমদীকে ইসলামের অনিন্দ্যসুন্দর শিক্ষার বাস্তব নমুনা দেখিয়ে তবলীগের মাধ্যম হতে হবে এবং সুন্দর শিক্ষা দেখানোর মাধ্যম হতে হবে। কর্মীরা তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকে, আপনারা সবাই নির্বাক তবলীগের কাজ করছেন। জলসায় যারা যোগদান করছে তারাও আর জলসায় কর্মীরা তারাও।

সব বিভাগের কর্মীর স্মরণ রাখা উচিত তার বিভাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ আমি যেভাবে পূর্বেই বলেছি, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ হোক বা পার্কিং এর বিভাগ হোক বা রেজিস্ট্রিশন বা স্ক্যানিং এর বিভাগ হোক খাদ্য প্রস্তুত বা পরিবেশনের বিভাগ হোক বা সাফাই বিভাগ- প্রতিটি বিভাগ কেবল অতিথি সেবাই করছে না নীরব তবলীগও করছে। তাই আপনাদের দায়িত্বের গুরুত্ব বুঝুন। নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার ডিউটিতে চেহারায় গাম্ভীর্য নিয়ে তবেই কাজ হবে, এমনটি আবশ্যক নয়। বিশেষ করে যুক্তরাজ্যের জলসায় মহিলাদের দিকে ছোট মেয়েরা নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে থাকে। তারা হাস্যোৎফুল্ল চেহারা নিয়ে এই কাজ করে থাকে। কেউ আমাকে জানিয়েছে যে, অমুক মেয়ে যে এখন লাজনাদের অন্তর্ভক্ত হয়ে গেছে, সেও আমাদেরকে লজ্জায় ফেলে দিত। মহিলারা কথা বলা শুরু করলেই মৃদু হাসি মুখে 'নীরবতা পালন করুন' -এর কার্ড এনে হাতে ধরিয়ে দিত। মুখে কিছু বলত না। যদি মানুষের ভাল তরবীয়ত হয় তাহলে কর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণের ফলে মানুষ চুপ হয়ে যায় কেউ যদি অজ্ঞ ও অশিষ্ট হয় তবে সে চুপ করবে না। অনেকে এমন অসভ্যও আছে যারা এ কথা বলে কর্মীদের মুখ বন্ধ করে দেয় যে আমরা জানি এখন চুপ করতে হবে। এমন ক্ষেত্রে যুবতী মেয়েদের এদেরকে কিছু বলার দরকার নেই ইনচার্জ কে বলুন তিনি নিজেই তাদেরকে বুঝিয়ে দিবেন। কিন্তু মেয়েদের কাজ নয় বয়স্ক মহিলাদের সাথে ঝগড়া করা,তা যেখানেই হোক না কেন।

বিশেষ করে খাবার পরিবেশনের সময় কেউ যদি অসময়েও আসে তার কোন বাধ্যবাধকতা থাকে, সে অসুস্থ থাকে বা তার শিশু কাঁদে, তবে যতটা সম্ভব সেই ব্যক্তির সাহায্য করা উচিত। যদি করতে না পারেন তাহলে নীচুস্বরে তাকে সুন্দর ভাষায় হাসিমুখে তাকে বোঝান। কেউ যদি আপনার জন্য কঠোর ভাষা ব্যবহার করে, আপনি চুপ থাকবেন।

অনুরূপ ভাবে পুরুষ ও মহিলাদের স্নানাগারে পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি রয়েছে। সেখানেও আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে। এসব বিষয়ের প্রতি আমি গত কাল কর্মীদের নির্দেশনা দিতে গিয়ে বলেছিলাম। ডিউটি সুন্দরভাবে এবং সেই মান অনুসারে যা হযরত মসীহ মাউওদ (আ.) চান এজন্য বিনয় এবং নম্রতা সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। হৃদয়ে অপরের জন্য ভালবাসা সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক এবং অপরের আবেগের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া প্রয়োজন। যদি এমনটি হয় তাহলে আপনাদের ডিউটি প্রদান আল্লাহ তা'লার জন্যই হবে।

অনুরূপভাবে অতিথিদেরও স্মরণ রাখতে হবে। শুরুতেও আমি তাদের বলেছি আপনাদের এখানে আগমনের উদ্দেশ্য এমনটি হওয়া উচিত যে আল্লাহ তা'লার সঙ্গে যেন সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এবং এর উন্নত মান আপনারা সৃষ্টি করতে পারেন এবং বান্দাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের প্রতি যেন মনোযোগী হতে পারেন। অতিথিদের সর্বদা মনে রাখতে হবে এই জলসায় এই উদ্দেশ্যে যোগদান করছেন যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি যে, হৃদয়ে যেন তাকওয়া বা খোদা ভীতির সৃষ্টি হয়। নিজেদের জ্ঞানগত, আধ্যাত্মিক মানকে উন্নত করবেন। এই উদ্দেশ্যে যদি দৃষ্টিপটে থাকে তবে অপরের প্রতি কোন প্রকারের অভিমান ও অভিযোগ থাকবে না, বিশেষ করে কর্মীদের উপর। ডিউটি প্রদানকারী অনেকে এমন আছে যারা যুবক স্কুল-কলেজে পাঠরত। অনেক এমন আছে যারা ভাল জায়গায় কাজ করছে। তারা শুধু মাত্র এ উদ্দেশ্যে ডিউটি দিচ্ছে যে মসীহ মাউওদ (আ.)এর অতিথিরা এসেছেন। আপনারা যারা জলসায় যোগদান করছেন আপনাদেরকেও নিজেদেরকে সেই মানে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন যা হযরত মসীহ মাউওদ (আ.) এর অতিথি হওয়ার যোগ্য করবে। শুধু জলসায় যোগদান করলেই আপনি মেহমান হতে পারবেন না।

যদি আপনারা হযরত মসীহ মাউওদ (আ.) এর শিক্ষার উপর আমল না করেন তার কথা মেনে না চলেন, তার জলসার আয়োজনের উদ্দেশ্য পূর্ণ না করেন তাহলে আপনারা যদি হাজার বারও বলেন যে মসীহ মাউওদ (আ.)এর অতিথি হিসেবে আমরা জলসায় এসেছি তবুও আপনারা অতিথি নন। কারণ আপনাদের কার্যকলাপ প্রমাণ করে যে আপনারা অতিথি নন।

তাই যারা জলসায় যোগদান করছেন তারা নিজেদেরকে এসব বিষয়গুলোর উর্দ্ধে মনে করবেন না। আপনারা নিজেদের আচার আচরণকে ঠিক করুন। আর এসব কর্মী যারা ডিউটি প্রদান করছেন তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন। অবশ্যই এরা আপনাদের সেবাই নিয়োজিত কিন্তু আপনাদের পক্ষ থেকেও ভাল আচার ব্যবহার প্রর্দশিত হওয়া কাম্য যাতে তাদের মধ্যে খিদমতের প্রতি আগ্রহ এবং আবেগ-উচ্ছ্বাস আরও বেশি ফুটে বেরোয় এবং তা বজায় থাকে। অতিথিদের আচরণের কারণে আগামী বছর তারা যেন ডিউটি থেকে পালাতে শুরু না করে।

জার্মানিতে বসবাসকারী অতিথিদের এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে আপনারা এক দৃষ্টিকোণ থেকে অতিথি আবার এক দৃষ্টিকোণ থেকে অতিথি সেবকও বটে। যারা জার্মানির বাইরে থেকে এসেছেন তাদের খাতিরে জার্মানীতে বসবাসীকারীদের ত্যাগ স্বীকার করা উচিত। কেননা, যারা জার্মানির বাইরে

থেকে এসেছে তারা এখন অতিথী আর যারা জার্মানিতে বাস করে তারা এখন অতিথি সেবক বা মেজবান। তাই বাহিরাগতদের জন্য ত্যাগ করতে হবে। বসার জন্য জায়গা দিতে হবে, খাবার খাওয়ার জায়গার স্বল্পতা থাকলে সেখানে জায়গা দিতে হবে। অথবা অন্য কোন প্রয়োজন পড়লে তাদেরকে সাহায্য করা আপনাদের কর্তব্য। ভাষাগত সমস্যার কারণে অনেক সময় সাহায্য দরকার হয়, যেখানেই প্রয়োজন দেখা দিক না কেন সাহায্য করবেন। এটি শুধু কর্তব্যরত কর্মীদেরই দায়িত্ব নয় বরং এখানে বসবাস কারী প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব হচ্ছে তাদেরকে সহোযোগিতা করা। আর এটি হযরত মসিহ মাউওদ (আ.)এর নির্দেশনার অনুসারে পারস্পরিক ভালবাসা প্রেম-প্রীতি এবং ভ্রাতৃত্বের বহিঃপ্রকাশ।

অনুরূপ ভাবে যে সমস্ত অ-আহমদী অতিথি এসেছেন তাদেরকেও যেমনটি আমি বলেছি, প্রত্যেক আহমদীকে তাদের সামনে উত্তম আদর্শ প্রদর্শন করা উচিত। আপনাদের সবার আদর্শ দেখেই অ-আহমদীরা ইসলামী সমাজের সৌন্দর্য দেখতে পাবে। যেখানে প্রত্যেক আহমদী বিনয়, নম্রতা পারস্পরিক ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করবে, তারা সেগুলি দেখতে পাবে। তাই নারী-পুরুষ উভয়কে বিশেষভাবে একথার প্রতি মনোযোগ রাখতে হবে।

খাবার সম্পর্কে যাদি কোথাও কমবেশী হয়ে যায় তাহলে সহন করা উচিত। আসল যে খোরাক যার জন্য আপনারা এসেছেন তা হল আধ্যাত্মিক এবং জ্ঞানগত খাদ্য তা লাভ করার চেষ্টা করুন, এটি আবশ্যিক । অনুরূপভাবে বাজারে তখন যাবেন যখন বাজারের জন্য সময় নির্দিষ্ট করা রয়েছে। আমার অনুমান, সাধারণত তরবীয়ত বিভাগ সেই সময় বাজার খোলে যখন জলসার অধিবেশন চলে না। কিন্তু অনেক সময় মানুষ জোর করে যে, না আমাদেরকে বাজারে যেতে হবে আমাদের ক্ষিদে লেগেছে। তাদের ব্যবস্থার জন্য পূর্বে আমি বলেছি অতিথি সেবায় তাদের আয়োজন রাখা উচিত। এছাড়া মেয়েদের বাজার এবং পুরুষের বাজারেও জলসার পবিত্রতা এবং পরিবেশের কথা মাথায় রাখতে হবে। এমন নয় যে জলসা গাহে বসে থাকলেই পবিত্রতা বজায় রাখবেন। এই পুরো প্রাঙ্গণে যেখানে মার্কি বসানো হয়েছে তাবু খাটানো হয়েছে এটি পুরো জলসার পরিবেশ, এখানে সর্বত্রই আপনাদেরকে জলসার পবিত্রতা বজায় রাখতে হবে। **'কুলু লিন্নাসে হুসনা'** - পবিত্র কোরআনের এইযে নির্দেশ যা আমি পূর্বে বলেছি এটি শুধু কর্মীদের জন্য নয় বরং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক বিশেষ ভাবে প্রত্যেক আহমদীকে এ কথাটি স্মরণ রাখতে হবে।

আমি কর্মীদের বলেছি আপনারা ভাল আচার ব্যবহার প্রদর্শন করুন গতকালও বলেছি এবং আজও বলেছি। কখনই আপনারা দুর্বব্যহার করবেন না। কিন্তু এর মানে এমন নয় যে তাদের ধৈর্য্যের পরীক্ষা নিবেন। এবং এমন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন যার ফলে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। যে কোন বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মী আপনার কাছে কোন নির্দেশনা প্রদান করে তাহলে উত্তম আচরণ প্রর্দশন করে তার কথা মানবেন এবং তাকে সহযোগিতা করবেন। পবিত্র কোরআনের নির্দেশ যে উত্তম আচার ব্যবহার প্রদর্শন করুন। প্রত্যেক জলসায় যোগদান কারীদের জন্য এটি পবিত্র কোরআনের নির্দেশ।

জলসার নির্ধারিত অনুষ্ঠানের সময় তখন শুধু মাত্র একান্ত অপারগতা ছাড়া আপনারা জলসার কার্যক্রম শুনবেন। প্রত্যেক বক্তৃতায় প্রত্যেক আহমদীদের জন্য কোন না কোন এমন বিষয় থাকে যা তার জীবনকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে আসতে পারে।

অনুরূপভাবে জলসা চলাকালীন সময় যিকরে এলাহি, দরুদ এবং ইসতেগফার পাঠ করতে থাকুন। কেননা এই দোয়া, যিকরে ইলাহি এবং দরুদ প্রত্যেকের ব্যক্তিগত উন্নতির জন্যও কল্যাণকর হবে এবং জামাতের উন্নতির জন্যও কাজে আসবে। আর উম্মতে মুসলেমা যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে তাদের পরিস্থিতির উন্নতির জন্য দোয়া করুন।

বর্তমান যুগে সবচেয়ে বেশী দরুদ মহানবী (সা.)এর জন্য পাঠ করা হয়। শুধু নামাযেই কোটি কোটি মুসলমান দরুদ পাঠ করে। আমরা দেখি যে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ এবং জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও মুসলমানদের অবস্থা নিকৃষ্টতম। এর কারণ হলো এই দরুদ পাঠ শুধু মাত্র তারা প্রথাগত ভাবে করছে। তাদের নামায হচ্ছে সেই নামায যা তাদের জন্য ধ্বংসের কারণ আর আল্লাহ তা'লা এসব নামাযিদেরকে এমন নামায তাদের মুখে ছুড়ে মারেন। এমতাবস্থায় নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে নিজেদের অবস্থায় পরিবর্তন সৃষ্টি করে হৃদয়ে খোদাভীতি সঞ্চার করে আহমদীদের উপর অনেক বড় দায়িত্ব অর্পিত হয়। মহানবী (সা.)এর উপর দরুদ এবং শান্তি প্রেরণ করুন আর ইসলামের উন্নতির জন্য দোয়া করুন। এসব দেশে এসে আপনারা শুধু নিজেদের জাগতিক কামনা-বাসনা পূর্ণকারী হবেন না। বরং নিজেদের মধ্যে এক পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করার চেষ্টা করুন। দরুদ শরীফ ছাড়াও যিকরে এলাহিতে সর্বদা রত থাকুন আল্লাহ তা'লার কাছে দোয়া করুন হে আল্লাহ এই জলসার যে মূল উদ্দেশ্য তা যেন আমরা পূর্ণ করতে পারি এবং এর কল্যাণের ভাগীদার হই। এই সফর যে পুণ্য উদ্দেশ্যে আমরা করেছি এর কল্যাণ আমরা যেন চিরকাল পেতে থাকি এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে তাকওয়া সৃষ্টি হয় এবং প্রত্যেক যে বিষয় আল্লাহ অপছন্দ করেন তা থেকে আমরা বিরত থাকি আর আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম এ থেকে মুক্ত থাকে। আমাদের ধন সম্পদে বরকত দাও। আমরা বা আমাদের বংশধররা যেন উপার্জনের এমন উপায় অবলম্বন না করি যা আল্লাহর দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় অথবা যা অনুচিত ও অবৈধ সম্পদের গণ্ডিভুক্ত । মহিলারা নিজেদের স্বামী ও সন্তানদের জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ তা'লা যেন সর্বদা তাদেরকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন। আল্লাহ তা'লা প্রত্যেক এমন বিপদ আপদ থেকে মুক্ত রাখেন যার ফলে তাদের ধর্ম নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং সর্বদা তারা সরল সদৃঢ় পথে পরিচালিত হয়। যিকরে এলাহি এবং দোয়ার পাশাপাশি এ বিষয়ের উপর মনোযোগ নিবন্ধ রাখবেন। বিশেষ করে এ দিন গুলোতে সাধারণত এর পরেও বাজামাত নামায নিয়মিত পরা চেষ্টা করুন। আর বিশেষ ভাবে এখানে বসবাসকারিরা আপনারা অবশ্যই ফজরের নামাযে যোগদান করবেন বরং এখানে বাজামাত তাহাজ্জুদের নামাযের ব্যবস্থা রয়েছে। এজন্য আপনারা অবশ্যই উঠবেন এবং তাহাজ্জুদের নামায পড়বেন। অনুরূপ ভাবে কর্মীরা ডিউটি প্রদানের সময় যদি বা-জামাত নামায পড়তে না পারেন তাহলে ডিউটি শেষ করে বাজামাত নামায পড়ার চেষ্টা করুন। অথবা এমন সময় রাখুন ডিউটি প্রদানের পূর্বেই আপনারা বাজামাত নামায পড়ে নিন।

আল্লাহ তা'লা প্রত্যেককে তাঁর সন্তুষ্টি অনুসারে জীবন অতিবাহিত করার তৌফিক দিন আর হযরত মসিহ মাউওদ (আ.) এর জামাত ভুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্য অনুধাবন করে তা যথাযথ ভাবে পালনের তৌফিক দিন। সে উদ্দেশ্য কি? হযরত মসিহ মাউওদ (আ.) এর ভাষায় তা আমি আপনাদের পড়ে শুনাচ্ছি। তিনি (আ.) বলেন, "যতক্ষন পর্যন্ত আমাদের জামাত তাকওয়া অবলম্বন না করবে ততক্ষন পর্যন্ত নাজাত লাভ করতে পারে না। আল্লাহ তা'লা নিজ নিরাপত্তার বেষ্টনীতে তাকে স্থান দিবেন না।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৫৮, ১৯০৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

তিনি আরও বলেন , "তোমাদের ঘরগুলোকে যিকরে এলাহিতে ভরে দাও। সদকা খায়রাত কর, পাপ এড়িয়ে চল, যেন খোদা তোমাদের প্রতি কৃপা এবং করুণা করেন।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৫৮, ১৯০৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

আল্লাহ্ করুন আমরা যেন মসিহ মাউওদ (আ.)এর মনোবাঞ্ছা অনুসারে জীবন জাপন করি, জলসার বরকতরাজি থেকে বরকত মন্ডিত হই, মসিহ মাউওদ (আ.) জলসায় যোগদানকারীদের উদ্দেশ্য যে দোয়া করেছেন সেগুলো থেকে আমরা যেন অংশ পাই এবং এই দিনগুলি ছাড়াও পরবর্তীতেও যেন এর অংশীদার হতে থাকি। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে পুণ্যকর্ম সম্পাদনের তৌফিক দান করুন

ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একটি বিষয় যা পূর্বেও আমি উল্লেখ করেছিলাম, পুনরায় করতে চাই। নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের আশপাশে সবসময় প্রত্যেককে দৃষ্টি রাখতে হবে। অংশগ্রহণকারী অতিথি এবং কর্মী উভয়েরই এটি কর্তব্য। যে সমস্ত কর্মীরা এই কাজের জন্য নিয়োজিত তাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করুন। (সন্দেহজনক) কোন বস্তু দেখলে তৎক্ষণাৎ তাদেরকে জানান। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে নিজের নিরাপত্তার আশ্রয়ে স্থান দিন এবং কোন এমন ধরণের কোন ক্ষতিকর কোন ঘটনা যেন না ঘটে।

*****❖*****❖*****❖*****

ইমামের বাণী

"মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ, অবাধ্যতা, অন্যায় অত্যাচার ও আত্মসাৎ, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে।" ***-ঈশতেহার তাকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯***

দোয়াপ্রার্থী: আবুল হাসানাত, নারগিস সুলতানা, মুশতাক আহমদ,ইমতিয়ায আহমদ, জামাত আহমদীয়া ব্যাঙ্গালোর (কর্ণাটক)

যুক্তরাজ্য ও কমনওয়েল্থ অঞ্চলের মহামান্য রানীর নিকট হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর পত্র

ইয়োর ম্যাজেস্টি,

আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান হিসেবে এবং বিশ্বব্যাপী আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের বহু মিলিয়ন অনুসারীর পক্ষ থেকে হীরক জয়ন্তীর এ শুভক্ষণে মহামান্য রানীকে আমি আমার হৃদয় নিংড়ানো অভিনন্দন জানাই। আমরা এ মহিমান্বিত উৎসবে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়ে মহান আল্লাহ্‌তা'লার কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে আহ্‌মদী মুসলিমদের মধ্যে যারা যুক্তরাজ্যের নাগরিক তারা এ হীরক জয়ন্তী উপলক্ষ্যে উৎফুল্ল ও গর্বিত। সুতরাং তাদের পক্ষ থেকেও মহারানীর প্রতি আন্তরিক ও উষ্ণ অভিনন্দন জানাচ্ছি। খোদাতা'লা আমাদের মহানুভব রানীকে অনন্তর সুখী ও পরিতৃপ্ত রাখুন।

আমি মহান খোদাতা'লা যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের জীবন ধারণের জন্য একে গণনাতীত কল্যাণ দ্বারা পরিপূর্ণ করেছেন, যেন সর্বদা আমাদের রানীকে শান্তিতে ও নিরাপত্তায় রাখুন যার উদার শাসনের গণ্ডী অনেক সার্বভৌম ও কমনওয়েল্থভুক্ত দেশকে বেষ্টন করে। যেভাবে হার ম্যাজেস্টিকে ছেলে-বুড়ো তাঁর সকল প্রজা ভালোবাসে এবং শ্রদ্ধা করে, আমাদের দোয়া এই যে, খোদার ফিরিশতারা যেন তাঁকে সেভাবে ভালোবাসতে শুরু করে। সর্বশক্তিমান মহান খোদা যেভাবে তাঁকে দুনিয়ার প্রাচুর্য্য দান করেছেন, ঠিক সেভাবে তাঁর উপর গণনাতীত আধ্যাত্মিক আশিষ ও কল্যাণবর্ষণকরুন। এ আশিষের সুবাদে এমন হোক যে এ মহান জাতির সকল নাগরিক সর্বোচ্চ খোদাকে চেনার সৌভাগ্য লাভ করুক এবং পারস্পরিক ভালোবাসা এবং সৌহার্দ্যের সাথে বসবাস করতে থাকুক। জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও মত নির্বিশেষে যুক্তরাজ্যে সকল নাগরিক একে অপরকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করুক, এমন পর্যায়ে যে, এ আচরণের সুপ্রভাব ও ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া যেন এ দেশের সীমানা পেরিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। যে বিশ্বের অনেক অংশ আজ যুদ্ধ, বিশৃঙ্খলা ও হানাহানিতে লিপ্ত তার পরিবর্তে এ বিশ্ব ভালেবাসা , ভ্রাতৃত্ব এবং বন্ধুত্বের শান্তির নীড়ে পরিণত হোক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বিশ্বের এ ক্রান্তিকালীন পতনোন্মুখ পরিস্থিতির উত্তরণেমহারানীর প্রজ্ঞা ও প্রয়াস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

গত শতাব্দীতে দু'টি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল যাতে কোটি কোটি প্রাণহানি ঘটে। আজ যদি জাতিসমূহের মধ্যে বিদ্যমান বিরোধগুলো ক্রমাগত বাড়তে থাকে, এটি আরেক বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাতের দিকে আমাদেরকে নিয়ে যাবে। কোন বিশ্বযুদ্ধে নিউক্লিয়ার অস্ত্রের ব্যবহারের সম্ভাবনার অর্থই হল বিশ্ব এতে অবর্ণনীয় ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করবে। খোদা এমন দুর্যোগ সংঘটিত হওয়া থেকে রক্ষা করুন এবং বিশ্ববাসীর মধ্যে প্রজ্ঞা ও শুভ চিন্তার উদয় হোক। হার ম্যাজেস্টির কাছে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, হীরক জয়ন্তীর আনন্দঘন উৎসবকে এ জন্য কাজে লাগাবেন, মানবজাতির প্রতি অনুগ্রহস্বরূপ, বড়-ছোট সমস্ত জাতির মানুষকে স্মরণ করিয়ে যে, তাদের সকলের উচিত পারস্পরিক ভালোবাসা, শান্তি ও সৌহার্দ্যের সাথে বসবাস করা।

এ প্রেক্ষাপটে, হীরক জয়ন্তীর এ শুভক্ষণে আমি হার ম্যাজেস্টিকে বিশ্বের নিকট এ বার্তা পেশ করার অনুরোধ করবো যে, সকল ধর্মের অনুসারীগণ এবং এমনকি যারা খোদায় বিশ্বাস করে না তাদেরও সকল সময় অপরাপর ধর্মের বিশ্বাসীদের অনুভূতিকে সম্মান করা উচিত। আজ বিশ্বে ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তির ছড়াছড়ি। একদিকে এগুলো শান্তি-প্রিয় মুসলমানদের মর্মাহত করে, অপরপক্ষে অমুসলিমদের হৃদয়ে ইসলাম সম্পর্কে ঘৃণা ও অনাস্থা গড়ে তোলে। তাই বিশ্বের সকল ধর্মের অনুসারী তথা বিশ্ব মানবতার প্রতি এটি অসাধারণ অনুগ্রহ ও দয়া হবে যদি হার ম্যাজেস্টি সকল ধর্মমত ও তাদের অনুসারীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার বিষয়ে সকলকে পরামর্শ দেন। মহান খোদা আমাদের রানীকে এ উদ্দেশ্য পূরণেনিজ সাহায্য ও শক্তি দান করুন।

যেভাবে আমি পত্রের শুরুতে উল্লেখ করেছি, আমি বিশ্বব্যাপী আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান। এ কারণে আমি অতি সংক্ষেপে আমাদের সম্প্রদায়ের পরিচিতি তুলে ধরতে চাই। আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও সংস্কারক, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং অন্যান্য পূর্ববর্তী নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যার এ যুগে আবির্ভাব নির্ধারিত ছিল, তিনি কাদিয়ানের হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ছাড়া আর কেউ নন। ১৮৮৯ সালে তিনি পবিত্র ও সৎকর্মপরায়ণ এক সম্প্রদায়-আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেন। এ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার পিছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানুষ এবং খোদার মধ্যে একটি সম্পর্ক তৈরী করা এবং মানুষকে একে অপরের অধিকার আদায়ের পথে উদ্বুদ্ধ করা, যেন তারা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতির সাথে বাস করতে পারে। ১৯০৮ সালে যখন হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) ইন্তেকাল করেন তখন তাঁর অনুসারীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৪,০০,০০০ (চার লক্ষ)। তাঁর মৃত্যুর পর ঐশী পরিকল্পনায় খেলাফতের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বর্তমানে এ অধম বান্দা প্রতিশ্রুত মসীহের পঞ্চম খলিফা। এভাবে আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় বিশ্বজুড়ে এর প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্যকে পূরণ করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। আমাদের পয়গাম হলো ভালোবাসা, সমঝোতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের আর আমাদের মূলমন্ত্র "ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে"। নিশ্চিতভাবে ইসলামের অনুপমসুন্দর শিক্ষার সারাংশ এটি ধারণ করে।

এখানে এটা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে, এটা ছিল একটি শুভ দৈবক্রম যে আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার যুগে হার ম্যাজেস্টি রানী ভিক্টোরিয়ার হীরক জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়েছিল। সেই সময় আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা 'রানীর জন্য উপহার' (তোহ্‌ফায়ে কায়সারীয়া) শিরোনামে একটি বই লেখেন, যাতে তিনি রানী ভিক্টোরিয়ার প্রতি এক অভিনন্দন বার্তা পেশ করেন। তাঁর বাণীতে হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) রানীকে তাঁর হীরক জয়ন্তীতে ভারত উপমহাদেশসহ তাঁর শাসনাধীন প্রজাগণ ন্যায়বিচার ও ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে শান্তিতে বসবাস করতে পারায় তাঁকে অভিনন্দন জানান। তিনি ইসলামের সুন্দর শিক্ষাকে উপস্থাপন করেন এবং তাঁর আবির্ভাব ও দাবির উদ্দেশ্য বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। যদিও আজ ব্রিটিশ সরকার উপমহাদেশের মানুষদের স্বাধীনতা প্রদান করেছে, তথাপি এ বিষয়টি যে ব্রিটেনে সরকার বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের ও ধর্মের মানুষকে এখানে বসবাসের সুযোগ দিয়েছে, আর তাদেরকে সমান অধিকার প্রদান করেছে, ধর্ম পালনের স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় মত প্রকাশের ও প্রচারের স্বাধীনতা দিয়েছে- তা ব্রিটেনের সহিষ্ণুতা অতি উঁচু মান সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট।

আজ যুক্তরাজ্যে হাজার হাজার আহ্‌মদী মুসলমান বাস করছে। তাদের অনেকেই নিজ দেশের অত্যাচার থেকে রক্ষার জন্য দেশ ত্যাগ করে এখানে আশ্রয়ের আবেদন করেছে। হার ম্যাজেস্টির উদার শাসনে (এখানে) তারা এক শান্তিপূর্ণ জীবন উপভোগ করেন, যেখানে তারা ন্যায়বিচার ও ধর্মের স্বাধীনতা লাভ করেন। এ অনুগ্রহের জন্য আমি পুনর্বার এ মহান রানীর প্রতি অন্তর থেকে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি আমার পত্র শেষ করবো হার ম্যাজেস্টির জন্য নিম্নের দোয়ার সাথে, যা মূলতঃ সেই একই দোয়া যা আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হার ম্যাজেষ্টি রানী ভিক্টোরিয়ার জন্য করেছিলেন :

"হে শক্তিশালী ও মহান খোদা! তোমার অনুগ্রহ ও আশিষে আমাদের সম্মানিত রানীকে চিরকাল আনন্দে রাখ, যেভাবে তাঁর অনুগ্রহশীল ও ন্যায়পরায়ণ শাসনে আমরা আনন্দের সাথে বসবাস করছি। হে সর্বশক্তিমান খোদা! তাঁর প্রতি অনুগ্রহশীল ও স্নেহশীল হও, যেভাবে তাঁর উদার ও মহানুভব শাসনে আমরা শান্তি ও সমৃদ্ধিতে বসবাস করছি।" .

উপরন্তু, এটি আমার দোয়া যে খোদাতা'লা আমাদের সম্মানিত রানীকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে হেদায়েত দান করুন। সর্বশক্তিমান খোদা হার ম্যাজেস্টির বংশধরদেরও পথ প্রদর্শন করুন যেন তারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং অন্যদরে এ পথ দেখানোর তৌফিক লাভ করেন। ন্যায়বিচারও স্বাধীনতা সদা ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের মূলনীতি হিসেবে অটুট থাকুক। আমিআবারো হার ম্যাজেস্টিকে এ মহানন্দের উৎসব উপলক্ষ্যে অন্তর থেকেঅভিনন্দন জানাই। আমাদের মহান রানীকে আমার হৃদয়-নিংড়ানো আন্তরিক অভিনন্দন। শুভেচ্ছা ও দোয়ার সাথে।

আপনার হিতকামনায়,

মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ

নিখিল-বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলিফা

২ পাতার পর...

প্রদর্শনী বা দেখানোর জন্য যে একটি বিয়ে বা কোন অনুষ্ঠানে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে, তখন অন্য কেউ দাবি করে আমি দশ হাজার টাকা খরচ করেছি। কেবল দেখনদারি এবং সমাজে নিজের মান-সম্মানের বড়াইয়ের জন্য এগুলি করা হয়। অথচ মোমিনের জীবনের উদ্দেশ্য হল ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়া। এই উদ্দেশ্যই প্রত্যেক আহমদী নারী ও পুরুষের থাকা উচিত এবং প্রত্যেক কাজের নিয়্যত কেবল খোদা তা'লার সন্তুষ্টি এবং রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর আনুগত্য থাকা উচিত। এই কারণেই আঁ হযরত (সা.) বলেছেন। 'ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াতে।' কর্মের পরিণাম নিয়্যত বা সংকল্পের উপর নির্ভরশীল। বাহ্যতঃ সুদৃশ্য অনেক কাজ পরিণামের দিক থেকে এই কারণে ভাল হয় না কারণ তা সম্পাদনের সময় নিয়্যত বা সংকল্প পবিত্র থাকে না।

আমীন অনুষ্ঠান

আহমদী পরিবার গুলিতে আরও একটি অনুষ্ঠান উদযাপন করা হয় যাকে আমীন বলা হয়। এর অর্থ শিশু কুরআন করীম খতম করার আনন্দে দোয়ার উদ্দেশ্যে কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। শিশু যেন বুঝতে পারে যে কুরআন করীম খতম করা আমার প্রাথমিক কর্তব্য ছিল যা আমি করেছি। আলহামদোলিল্লাহ। আর অন্যান্য শিশুরা যারা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে তারাও সত্বর খতম করতে অনুপ্রাণিত হয়। আমরা এই কাজটিকে বৈধ মনে করব কেননা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর সন্তানের আমীন অনুষ্ঠান করেছেন, এই কারণে এটি আমাদের জন্য বৈধ কাজ। কিন্তু এটিকেও আবশ্যিক প্রথা হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়। প্রকৃত উদ্দেশ্য হল দোয়া। এই অনুষ্ঠানেও যদি অর্থ অপচয় করা হয় তবে এটিও একটি অপছন্দনীয় বিষয়ে পরিণত হবে। সাদামাটা ভাবে দোয়ার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে তা পছন্দনীয় হবে।

হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব, হযরত সাহেব যাদা মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব এবং হযরত নওয়াব মুবারকা বেগম সাহেবার আমীন অনুষ্ঠান হয়েছিল। সেই যুগে যেভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর রীতি ছিল খোদা তা'লার পুরস্কার ও আশিস লাভের ফলে কৃতজ্ঞতা হিসেবে সদকা করে দিতেন। এক্ষেত্রে তিনি নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করেছিলেন। হযরত নওয়াব মুবারকা বেগম সাহেবা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে প্রশ্ন করেন যে, এই যে আমীন অনুষ্ঠান হল এটি কি কোন প্রথা? বা এটিকে কি বলা হয়? এর উত্তরে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একটি বক্তব্য প্রদান করেছিলেন যার কিছু অংশ তুলে ধরা হল। তিনি বলেন-

" যে বিষয়টি এখানে হচ্ছে তার সম্পর্কে চিন্তা করা হলে এবং সৎ উদ্দেশ্য এবং তাকওয়ার দিকটিকে দৃষ্টিতে রেখে চিন্তা করে দেখলে দেখা যাবে এর ফলে একটি জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। যে কথা বোধগম্য হয় নি তা জিজ্ঞাসা করাকে আমি তোমার অন্তরে শুদ্ধতা এবং সৎ উদ্দেশ্যের লক্ষণ বলে গণ্য করি। .... বুখারী শরীফের প্রথম হাদীস হল ' ইন্নামাল আমালে বিন্নিয়াতে' । অর্থাৎ কর্মের পরিণাম নিয়তের উপর নির্ভরশীল। সৎ ও পবিত্র উদ্দেশ্য নিয়ে করা কোন অপরাধও আর অপরাধ থাকে না। আইনের বিষয়টির দিকে লক্ষ্য কর, সেখানেও নিয়ত বা উদ্দেশ্যকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। যেমন একজন পিতা তার সন্তানকে শিক্ষার্জনের জন্য মক্তবে পাঠানের সময় প্রহার করলে এমন কোন স্থানে আঘাত পেয়ে দৈবক্রমে সে যদি মারা যায় তবে তা ইচ্ছাকৃত হত্যার অপরাধ হিসেবে শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না, কেননা সন্তানকে হত্যা করা তার উদ্দেশ্য ছিল না। অতএব প্রত্যেক কাজ নিয়ত বা উদ্দেশ্যর উপর অনেকটাই নির্ভর করে। এই বিষয়টি ইসলামের অনেক সমস্যার সমাধান করে দেয়। অতএব সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যদি খোদা তা'লার জন্য কোন কাজ করা হয়, জগতবাসীর দৃষ্টিতে তা যাই হোক না কেন, কোন পরোয়া নেই। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যা কিছু কুরআন শরীফে বর্ণনা করেছেন তা সম্পূর্ণ স্পষ্ট। অতঃপর রসুলে করীম (সা.) নিজের কর্মপন্থা দ্বারা সেগুলি করে দেখিয়েছেন। তাঁর জীবন সম্পূর্ণ আদর্শ। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু অংশ অনুমান ভিত্তিকও রয়েছে। যেখানে স্পষ্টরূপে কুরআন শরীফ এবং রসুল করীম (সা.)-এর সুন্নতের মধ্যে নিজের দুর্বলতার কারণে কোন বিষয় পাওয়া যায় না তবে সেখানে অনুমানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। যেমন, বিয়েতে যে আসবাব পত্র দেওয়া হয়, তার উদ্দেশ্য যদি নিজের মহত্ব প্রদর্শন হয়ে থাকে, তবে তা দেখনদারি এবং অহংকারের পর্যায়ে পড়বে, যে কারণে এটি অবৈধ। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি **'ওয়া আম্মা বে নিয়ামাতে রাব্বিকা ফাহাদ্দিস'** -এই আয়াতের অনুসরণে সেটিকে বাস্তবিক রূপ দেয় এবং **'মিম্মা রাযানকাহুম ইউনফেকুন'**-এর আদেশ পালন করার উদ্দেশ্যে অপরকে তা দেয় তবে তা হারাম বা অবৈধ নয়। অতএব যে ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যেখানে কোন প্রকার দান-প্রতিদান অভিপ্সীত থাকে না, বরং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনই প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে একজন কেন, লক্ষ লক্ষ মানুষকে সে ভোজন দিক না কেন তা অবৈধ নয়। প্রকৃত বিষয় নিয়তের উপর নির্ভর করে। উদ্দেশ্য যদি অসৎ হয়, তবে তা একটি বৈধ কর্মকেও অবৈধ করে তোলে। একটি প্রসিদ্ধ জনশ্রুতি রয়েছে, এক বুযুর্গ একটি নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করে যেখানে সে চল্লিশটি প্রদীপ জ্বালায়। কিছু মানুষ বলল, এত অপব্যয়ের প্রয়োজন নেই। সেই বুযুর্গ উত্তর দিল, যে প্রদীপটি আমি বড়াই করার জন্য জ্বালিয়েছি সেটি নিভিয়ে দাও। নেভানোর চেষ্টা করা হল, কিন্তু একটিও নিভল না। এর থেকে বোঝা যায় যে, একটিই কাজ যখন দুজন ব্যক্তি করে, তখন একজন তা করলে পাপের ভাগীদার হয় এবং অপরজন পুণ্যের ভাগীদার হয়। এটি নিয়তের মধ্যে পার্থক্যের কারণে হয়ে থাকে।

(ক্রমশঃ.....)

১ম পাতার শেষাংশ....

অনুবাদ- "এবং লোকেরা বলিল, 'হে মরিয়ম! তুমি একি অসংগত ও ঘৃণ্য কর্ম করিয়াছ যাহা সাধুতার পরিপন্থী! তোমার পিতা ও তোমার মাতা তো এইরূপ ছিলেন না,* কিন্তু 'খোদাতালা তাঁহার বান্দাকে এই সকল অপবাদ হইতে মুক্ত করিবেন। আমরা তাহাকে (অর্থাৎ এই দাবীকারককে) মানবের জন্য এক নিদর্শন করিব, এবং ইহা আদিকাল হইতেই অবধারিত ছিল এবং এইরূপই হইবার ছিল। এই হইল ঈসা ইবনে মরিয়ম যাহাকে লোকে সন্দেহ করিতেছে। ইহাই সত্যবাণী'। এগুলি সবই 'বারাহীনে আহমদিয়া' গ্রন্থের উদ্ধৃতি এবং এই ইলহাম মূলতঃ কুরআন শরীফের আয়াত যাহা হযরত ঈসা ও তাঁহার মাতার সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। যে ঈসাকে লোকে জারজ সন্তান বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে তাঁহার সম্বন্ধেই আল্লাহতালা এই সমস্ত আয়াতে বলিতেছেন যে, 'আমরা তাঁহাকে আমাদের এক নিদর্শন করিব।' এই সেই ঈসা যাহার প্রতিক্ষা করা হইতেছে। ইলহামী ভাষায় মরিয়ম এবং ইবনে মরিয়ম দ্বারা আমাকেই বুঝাইতেছে। আমারই সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, 'আমরা তাহাকে নিদর্শন করিব' এবং আরও বলা হইয়াছে, এই সেই ঈসা ইবনে মরিয়ম যাহার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। মানুষ যাহার প্রতি সন্দেহ পোষণ করিতেছে, ইনিই সত্যবাদী। যাহার আগমনের কথা ছিল, এই ব্যক্তিই তিনি।' মানুষের সন্দেহ কেবল অজ্ঞতাপ্রসূত তাহারা বাহ্যিকতার উপাসক, খোদাতালার রহস্যাবলী বুঝিতে পারে না এবং প্রকৃত তত্ত্বের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি নাই।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন,খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ৪৭-৫০)

** নোট- এই ইলহাম প্রসঙ্গে আমার স্মরণ হইল যে, বাটালাতে ফযলশাহ্ কিংবা মেহের শাহ্ নামীয় জনৈক সৈয়দ ছিলেন। আমার পিতার সহিত তাঁহার অত্যন্ত ভালবাসা ও হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। আমার মসীহ মাওউদ হইবার দাবীর সংবাদ কেহ তাহার নিকট পৌঁছাইলে তিনি খুব কাঁদিলেন এবং বলিলেন, 'তাহার পিতা অত্যন্ত ভাল মানুষ ছিলেন' অর্থাৎ মিথ্যা প্রবঞ্চনা হইতে দূরে এবং সরল ও পবিত্র চিত্ত মুসলমান ছিলেন। তদ্রুপ আরও অনেকে বলিয়াছিল যে, তুমি এইরূপ দাবী করিয়া তোমার বংশকে কলংকিত করিয়াছ।*

*****❖*****❖*****❖*****

১২৪ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০১৮ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৮, ২৯ ও ৩০ শে ডিসেম্বর ২০১৮ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জাপান সফর

SANA News Agency-এর সাংবাদিকের সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাতকার অনুষ্ঠান

পরিকল্পনা অনুযায়ী ৬:৪৫টায় হুযুর আনোয়ার (আই.) মসজিদ বায়তুল আহাদের উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং সেখানে ৭:১৫টায় পৌছাঁন।

SANA News Agency-এর একজন সাংবাদিক মাইকেল পেন হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাতকার গ্রহণের জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিক প্রথম প্রশ্ন করেন যে, হুযুর আনোয়ার তাঁর খুতবায় বলেছিলেন, জাপানে মুসলমানরা স্বাধীনভাবে ধর্মীয় কাজ করতে পারে। এর অর্থ কি?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি আহমদীদের প্রেক্ষাপটে একথা বলেছিলাম যে, পাকিস্তানে তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ৯৯% আহমদী পাকিস্তানে রয়েছে। সেখানে আমরা নিজেদের মসজিদকে মসজিদ বলতে পারি না, অপর কাউকে আসসালামো আলাইকুম বলতে পারি না। এছাড়াও আরও অনেক নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আমি তাদেরকে উদ্দেশ্যে বলেছি যে, এখানে জাপানে তোমরা স্বাধীন। এখানে তোমাদের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। তাই খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, কেননা তিনি তোমাদেরকে নিজেদের ধর্মের উপর ইচ্ছানুসারে আমল করার স্বাধীনতা দিয়েছেন।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, এখানে আহমদী কমিউনিটির সংখ্যা কম। সম্ভবতঃ প্রায় তিনশর কাছাকাছি। আপনি আগামী এক-দুই দশকে কি দেখতে পাচ্ছেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা একটি মিশনারি সংগঠন যা ক্রমবর্ধমান। ১৮৮৯ সালে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যখন দাবী করেন, সেই সময় তিনি নিঃসঙ্গ ছিলেন। তিনি ভারতে পাঞ্জাবের কাদিয়ান নামক একটি ছোট্ট গ্রামে বসবাস করতেন। ১৯০৮ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তাঁর অনুগামীদের সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ। একজন একাকী ব্যক্তি ১৯ বছর সময়ে যদি ৫ লক্ষে পৌঁছে যায়, তবে আমরা আশা করি যে, এখানেও আমরা সফল হব। আমাদের কাজ হল তবলীগ বা প্রচার করা, হৃদয় পরিবর্তন করা আমাদের কাজ নয়। এটি খোদার তা'লার কাজ।

হুযুর আনোয়ার বলেন: জাপানীরা সৎপ্রকৃতির মানুষ। সত্য ধর্ম এবং সত্য শিক্ষা তাদের অন্তর পরিবর্তন করে দিবে। এরা না হলেও এদের পরবর্তী প্রজন্ম একদিন তা গ্রহণ করবে। একদিন নিশ্চয় এরা উপলব্ধি করবে আর আমি আশা করি যে একদিন আমরা সফল হব। ইনশাআল্লাহ।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, মসজিদ নির্মাণের বিষয়ে আপনি কি বলবেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: এই মসজিদ আমাদের জন্য উন্নতির একটি মাইল ফলক। এটি আমাদের প্রথম মসজিদ আর জাপানে আমাদের কমিউনিটির বিস্তারের সাথে সাথে আমরা আরও মসজিদ নির্মাণ করব। এই মসজিদ থেকে সহিষ্ণুতা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং শান্তির বার্তা প্রসারিত হবে।

সাংবাদিকের এক প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: অন্যান্য মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস হল, খোদা তা'লা এখন আর বাক্যালাপ করেন না। আমরা বলি, খোদা তা'লা বাক্যালাপ করেন যেভাবে পূর্বে করতেন। আপনি খোদা তা'লার গুণাবলীকে কালের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ করতে পারেন না যে, তিনি পূর্বে বললেতন আর এখন বলেন না। এটি ভুল ধারণা।

আমাদের বিশ্বাস, ওহীর পথ খোলা রয়েছে। খোদা তাঁর বান্দাদের সঙ্গে কথোপকথন করেন। যদি খোদা তা'লা বান্দার সঙ্গে কথা না বলেন তবে সেটি মৃত ধর্ম, আপনার ধর্মই শেষ হয়ে যায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: খোদা তা'লা ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে নবীগণকে পাঠিয়ে থাকেন। আঁ হযরত (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ইসলামের উপর এমন এক কাল আপতিত হবে যখন ইসলামের কেবল নামটুকু অবশিষ্ট থাকবে। তিনি বলেছিলেন, এমন যুগে আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের পথ-প্রদর্শনের নিমিত্তে মসীহ মওউদ ও মাহদী মাহুদকে প্রেরণ করবেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, যে যুগ সম্পর্কে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ইসলামের দুর্যোগপূর্ণ সময় আসবে, সেই যুগ এসে গেছে আর আমরা এও বিশ্বাস করি যে, ইসলামের পুনরুত্থানের জন্য যে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর আগমণ অবধারিত ছিল তিনিও এসে গেছেন। আমাদের মতে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) হলেন সেই ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ যাঁর আগমণ সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তিনি খোদার পক্ষ থেকে সংবাদ পেয়ে ঘোষণা করেন যে, আমি ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করতে এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রসারের জন্য এসেছি। আমি কুরআন করীমের শিক্ষার প্রসারের জন্য এসেছি এবং ধর্ম থেকে দূরত্ব সৃষ্টির কারণে মুসলমানদের মধ্যে যে সমস্ত ভ্রান্ত মতবাদেরর সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলির সংশোধনের জন্য এসেছি। তোমাদের ভুল-ত্রুটির সংশোধনের জন্য এসেছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব কোন ধর্ম যদি সেই খোদায় বিশ্বাসী হয় যিনি বাক্যালাপ করেন না, তবে সেই ধর্ম মৃত।

সাংবাদিক বলেন, কিছু উগ্রবাদী ইসলামের নাম ব্যবহার করে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যারা ইসলামের নাম ব্যবহার করে ইসলামকে বদনাম করছে তাদের এই কার্যকলাপের সঙ্গে ইসলামী শিক্ষার কোন সম্পর্ক নেই।

হুযুর আনোয়ারর বলেন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আগমণের উদ্দেশ্যই ছিল ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করা। তিনি বলেন, আমি জন্য এসেছি যাতে মানুষ তাদের প্রতিপালককে চেনে এবং তাঁর অধিকার প্রদান করে আর মানুষ পরস্পরের অধিকার প্রদান করে। তিনি বলেন, আমি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে মানুষকে অবগত করতে এবং ভ্রান্ত শিক্ষার অপনোদনের জন্য এসেছি। জামাত আহমদীয়া ক্রমাগত ইসলামের প্রকৃত পৃথিবীর সামনে তুলে ধরছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি নিজের বিভিন্ন ভাষণে কুরআন করীমের অনেক আয়াত উপস্থাপন করেছি যেগুলি এই সমস্ত সন্ত্রাসপূর্ণ কার্যকলাপ এবং বিবৃতিকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করে এবং স্পষ্ট করে যে, তাদের কার্যকলাপ ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী।

এই সাক্ষাতকার পর্বটি ৮টায় সমাপ্ত হয়।

জুমার নামাযে অংশগ্রণকারী অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

আজ মসজিদ উদ্বোধন কালে স্মারকলিপি উন্মোচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় এবং জুমার নামাযের সময় শিন্তোইযম, বৌদ্ধ এবং খৃষ্টান ধর্মগুরু ছাড়াও সাংসদ এবং অন্যান্য জাপানী অতিথিরাও ছিলেন। এই সকল জাপানি অতিথিদের সংখ্যা ছিল ৪৯জন। এঁরা ছাড়াও তুরস্ক, শ্রীলংকা থেকে ১২ জন অ-আহমদী সদস্যও উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন অতিথি অনুষ্ঠান সম্পর্কে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন।

Osamu Sekiguchi সাহেব হলেন চার্চ অফ জেসাস ক্রাইস্ট-এর ডাইরেক্টর অফ পাবলিক এফেয়ার্স। তিনি নিজের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন: জামাত আহমদীয়া জাপানকে তাদের মসজিদের জন্য সাধুবাদ জানাই। আমরা আশা করি, এই মসজিদ জাপানী এবং ইসলামের মধ্যে একটি সেতুবন্ধনের ভূমিকা পালন করবে।

Taijun Sato সাহেব যিনি জেন সাতো টেম্পলের রেসিডেন্ট প্রিস্ট, তিনি বলেন: একজন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হিসেবে মসজিদে প্রবেশ করে খুব ভাল লেগেছে। আমার ধারণা ছিল, অ-মুসলিম এবং বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মসজিদে প্রবেশ হয়তো নিষিদ্ধ। কিন্তু এখানে আমাদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। এমনকি নামায ও খুতবায় অংশগ্রহণ করে আমরা আন্তরিকভাবে আনন্দিত হয়েছি। ইসলাম সম্পর্কে আমাদের অবধারণা পাল্টে গেছে।

Nagakute শহরের সাংসদ Yamazaki Akihisa সাহেব বলেন, আমরা নিজেদের এলাকায় মসজিদ নির্মাণকে স্বাগত জানাই। আমরা আশা করি জামাত আহমদীয়ার নীতি অনুযায়ী এই মসজিদ তাদের জন্য এক কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠবে যারা মানবতাকে ভালবাসে এবং এর সেবার কাজে বিশ্বাসী।

ইশিনোমাকি শহরের সাংসদ শউজি ইশিইয়াকি সাহেব বলেন, আমি এক হাজার কিমি. সফর করে মসজিদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি। এক নয়নাভিরাম মসজিদ দেখার পরই আমার সকল ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে।

তিনি বলেন, জামাত আহমদীয়া জাপান ভূমিকম্পের পরে সেবাদানের মাধ্যমে যে পুণ্য অর্জন করেছে, আমি আশা করি এই মসজিদ সেই সুনাম বৃদ্ধি করার মাধ্যম হবে।

আইচি এডুকেশনাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক মিনেসাকি হিরোকো সাহেব নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন: জাপানে আহমদীয়া জামাতের এই মসজিদটির একান্ত প্রয়োজন ছিল। পৃথিবীতে

ইসলামের সুন্দর চেহারা দেখানোর জন্য জামাত আহমদীয়ার ভূমিকা অত্যন্ত উজ্জ্বল। আমি আশা করি এই মসজিদের মাধ্যমে জামাতের পরিচিতি আরও বৃদ্ধি পাবে এবং পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রসার ঘটবে।

প্রেস ও মিডিয়া কভারেজ

মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত পাঁচটি টিভি চ্যানেল কভারেজের জন্য উপস্থিত হয়েছিল।

TBS, Tokai TV, Chukyo TV, Nagoya TV

TBS: এর দর্শক সংখ্যা এক কোটি কুড়ি লক্ষ। এই চ্যানেলে শুক্রবার সন্ধ্যায় তাদের প্রাইম টাইম শো-তে ৬-৭ মিনিটের একটি সংবাদ প্রকাশ করে যা নিম্নরূপ।

আজ জাপানের বৃহত্তম মসজিদের উদ্বোধন হল।

লন্ডন থেকে আগত জামাত আহমদীয়ার ইমাম সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির সঙ্গে সম্পর্কহীনতা এবং তাদের কার্যকলাপকে অনৈসলামিক আখ্যায়িত করে বলেন, এই মসজিদ একদিকে যেমন মুসলমানদের উপাসনাগার, তেমনি অপরদিকে এটি প্রত্যেকের জন্য শান্তির আবাস স্থল। জামাত আহমদীয়ার ইমাম প্যারিস হামলার নিন্দা করেছেন। এই চ্যানেল হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাতকার গ্রহণ করেছিল এবং পরে তার কিছু নির্বাচিত অংশ সম্প্রচার করা হয়।

Tokai TV : এর দর্শক সংখ্যা এক কোটি কুড়ি লক্ষ। চ্যানেলটি দিনে চার-পাঁচ বার সংবাদ প্রকাশ করেছে।

‘ তাসোশিমা শহরে আজ জাপানের বৃহত্তম মসজিদের উদ্বোধন হল। এই উদ্বোধন প্যারিস হামলার পরে হয়েছে। জামাত আহমদীয়ার ইমাম সেই সময় লন্ডন থেকে এখানে এসেছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সংবাদের মাঝে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর জুমা এবং মসজিদ উদ্বোধন করার কিছু দৃশ্য অনবরত দেখানো হচ্ছিল।

Chukyo TV: এই টিভি চ্যানেলের দর্শক সংখ্যা এককোটির অধিক। চ্যানেলটি সংবাদ প্রকাশ করে বলে-

প্যারিস হামলার ঘটনাটি এক সপ্তাহ অতিক্রান্ত হয়েছে আর এদিকে জাপানের বৃহত্তম মসজিদের উদ্বোধন হল। মসজিদটি তৈরী করেছে একটি জামাত সারা বিশ্বে যার সদস্য সংখ্যা কয়েক কোটি। খলীফাতুল মসীহ প্যারিসে হওয়া হামলাকে অ-ইসলামিক এবং অমানবীয় আখ্যায়িত করেছেন।

সংবাদের মাঝে মসজিদের দৃশ্য দেখানো হয় এবং হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর চিত্রও দেখানো হয়। সংবাদটি দিনে তিনবার সম্প্রচারিত হয়েছে।

: এই চ্যানেলের দর্শক সংখ্যাও এক কোটির অধিক। চ্যানেলটি সংবাদ প্রকাশ করতে গিয়ে লেখে-

তাসোশিমায় জাপানের বৃহত্তম মসজিদের উদ্বোধন হল। উপস্থিত দর্শকদের দাবি এই নবনির্মিত মসজিদ তাদেরকে যেমন আনন্দিত করেছে, তেমনি প্যারিসে অন্যায় রক্তপাতও তাদেরকে পীড়া দিয়েছে। এই অনুষ্ঠানে পৃথিবীর শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য দোয়াও করা হয়েছে।

সংবাদ চলাকালে মসজিদের দৃশ্য দেখানো হয়। সংবাদটি দুবার সম্প্রচারিত হয়েছে।

Nagoya TV: এই চ্যানেলের দর্শক সংখ্যা এক কোটি পনেরো লক্ষের অধিক। চ্যানেলে নিম্নোক্ত বিষয় সম্বলিত সংবাদ প্রচারিত হয়।

প্যারিস হামলার পর যখন কিনা নতুন করে ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ প্রভাব দৃঢ় হচ্ছিল, সেই সময় তাসেশিমায় একটি মসজিদের উদ্বোধন করা হল। মসজিদটি জামাত আহমদীয়া নির্মাণ করেছে আর এটি জাপানের বৃহত্তম মসজিদ। খলীফাতুল মসীহ প্যারিস আক্রমনকে অনৈসলামি আখ্যা দিয়ে বলেন, এই মসজিদ এমন যাবতীয় প্রকারের গতিবিধির নিন্দা করে। এখানে যে কেউ আসুক না কেন এই মসজিদ তার জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার কারণ হবে।

সংবাদ প্রচারকালে মসজিদের দৃশ্যাবলী এবং জামাতের সদস্যদের মতামত দেখানো হয়। খুতবা জুমার কিছু দৃশ্যও দেখানো হয়। এই সংবাদ দুপুর এবং বিকেলের শো-তে সম্প্রচারিত হয়।

এই টিভি চ্যানেলের কভারেজের মাধ্যমে এককোটি ত্রিশ লক্ষ মানুষের কাছে হুযুর আনোয়ারের ভাষায় ইসলাম আহমদীয়াতের বার্তা পৌঁছেছে। জাপানে জামাতে আহমদীয়ার ৮০ বছরের ইতিহাসে এমনটি কখনও ঘটেনি।

২১ শে নভেম্বর, ২০১৫

খুতবা নিকাহ

হুযুর আনোয়ার (আই.) শ্রদ্ধেয় সৈয়্য ওয়াদুদ আহমদ জুনুদ সাহেবের (মুবাল্লিগ, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া) নিকাহ ঘোষণা করেন।

তাশাহুদ, তাউয এবং নিকাহর মাসনুন আয়াত তিলাওয়াতের পর বলেন:

এখন আমি একটি নিকাহর ঘোষণা করব যা যাহুরুর রাসুল বাট সাহেবের কন্যা সাবা ইউরালা (এডিলেড, অস্ট্রেলিয়া) -এর সঙ্গে সৈয়্যদ জুনুদ ওয়াদুদ সাহেব, পিতা সৈয়্যদ মেহবুব জুনুদ সাহেবের নির্ধারিত হয়েছে। ওয়াদুদ জুনুদ সাহেব আমাদের মুবাল্লিগ এবং কানাডার জামেয়া থেকে তিনি পাস করেছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এটি এই মসজিদের প্রথম নিকাহ, কিন্তু কেবল এই ঐতিহাসিক দিকটিই স্মরণ রাখার বিষয় নয়। নিজেদের দায়িত্বাবলীকে সব সময় স্মরণে রাখবেন। একজন মুরুব্বির অনেক বড় দায়িত্ব। জামাতের তরবীয়তের দায়িত্বের পাশাপাশি বিশ্ববাসীকে বার্তা পৌঁছানোর দায়িত্বও রয়েছে।

হুযুর বলেন: নিকাহ উপলক্ষ্যে বার বার এই আয়াতগুলিতে তাকওয়া পথে চলার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। পরস্পরের আত্মীয় স্বজনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যত জীবনের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যাতে নিজের জীবন, সন্তান-সন্ততির তরবীয়ত এবং পরকালের জীবনও অন্তর্ভুক্ত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে সব সময় একজন মুরুব্বীকে স্মরণ রাখা উচিত যে, তার দায়িত্বাবলী সাধারণ মানুষের থেকে অনেক বেশি। প্রত্যেক মুসলমান যে নিকাহ করে তাকে এবিষয়গুলির উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, কিন্তু যার উপর জামাতের তরবীয়তের দায়ভারও অর্পিত, যার কাঁধে বার্তা পৌঁছানোর দায়িত্বও অপির্ত তাকে খুব বেশি এই বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। সব সময় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকুন এবং সত্যের যে সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকগুলি রয়েছে যে বিষয়ে এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। সব সময় সহজ সরল ভাবে কথা বলুন, এমন কথা যার মধ্যে কোন প্রকার বক্রতা না থাকে- নিজের ব্যবহারিক জীবন হোক বা কর্মজীবন বা পারিবারিক জীবন হোক। এরই মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসও তৈরী হয়। এই জিনিসটি আল্লাহ্ তা'লাও পছন্দ করেন, কেননা এটি তাকওয়া। খোদভীতি অন্তরে রাখতে হবে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করতে হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এরপর যে দাম্পত্য জীবন রয়েছে সেটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিয়ে একটি আনন্দের মূহুর্ত। কিন্তু আনন্দের সময় কেবল আনন্দ উদযাপনটুকুই যথেষ্ট নয়। আমার বিয়ে হয়ে গেল বলে আনন্দ উদযাপন করাই যথেষ্ট নয়। বরং আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা এদিকে দৃষ্টি দাও যে আগামী দিনের জন্য কি প্রেরণ করেছ। এর জন্য প্রতিদিন নিজের কর্মের উপর দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। দেখতে হবে যে, আমার আমল কিরূপ। আমি কি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি মোতাবেক কাজ করছি? আমার দায়িত্বাবলী কি আমি পালন করছি এবং তা যথাযথভাবে পালনের চেষ্টা করছি? অনুরূপভাবে আমার যখন সন্তান-সন্ততি আসবে তাদেরও তরবীয়ত করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক মুসলমানের উপর একটি বিরাট দায়িত্ব অর্পন করেছেন, নিজের অবস্থার উপর দৃষ্টি রাখ এবং সন্তান-সন্ততির উপরও দৃষ্টি রাখ। বরং জামাতের সদস্যবর্গের উপরও দৃষ্টি রাখ। এটি সেই সময় পর্যন্ত হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সঠিক অর্থে মানুষ সব কিছুর পর্যালোচনা করতে থাকে। ছোট ছোট বিষয়ে যেগুলির মধ্যে তরবীয়তের ক্ষেত্রে যে কোন প্রকারের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় সেগুলি থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করা উচিত। যাতে পরকালের জীবনে মানুষ নিষ্কলুষ হয়ে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে হাজির হওয়ার চেষ্টা করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অনুরূপভাবে স্ত্রীকে তার প্রাপ্য অধিকার দিতে হবে। তার আত্মীয়স্বজনদের অধিকার দিতে হবে। পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি করতে হবে। অতএব একজন মানুষের অনেক দায়িত্বাবলী রয়েছে যেগুলির প্রতি আঁ হযরত (সা.) নিকাহর সময় এই আয়াত গুলি পাঠ করার পর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই বিষয়গুলির প্রতি সব সময় দৃষ্টি রাখবেন। অনুরূপভাবে মেয়েকেও বলব যে, যার বিয়ে হচ্ছে একজন মুরুব্বীর সঙ্গে, তাকেও স্মরণে রাখতে হবে যে, সে একজন মুরুব্বীকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। মুরুব্বীদের কাজ ২৪ ঘন্টা। তাদের জীবন উৎসর্গিত। শুধু এটুকুই নয় যে, তাকে অস্ট্রেলিয়া বা কোন বড় দেশে পাঠানো হবে, বরং পৃথিবীর যে কোন দেশে তাকে পাঠানো হতে পারে আর এর জন্য মুরুব্বীর স্ত্রীকে সব সময় প্রস্তুত থাকবে হবে এবং নিজেকে এইভাবে উৎসর্গিত মনে করতে হবে যে মুরুব্বী নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব উভয়েই এবং তাদের দুটি পরিবার যদি এই বিষয়গুলি নিজেদের সামনে রাখে তবে আত্মীয়তার বন্ধনও দৃঢ় থাকে। এটি একটি সার্বজনীন দিক-নির্দেশনা। সকল আত্মীয়তা বজায়

রাখতে, ভালভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে, পারস্পরিক বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতে, ভালবাসার জীবন অতিবাহিত করতে এবং পরস্পরের আত্মীয়স্বজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য এই বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা জরুরী যেগুলি আল্লাহ্ তা'লা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ করুন সদ্য তৈরী হওয়া এই সম্পর্ক যেন সার্বিকভাবে বরকত মন্ডিত হয় এবং তাদের দাম্পত্য জীবন প্রেম-ভালবাসা সহকারে অতিবাহিত হয় এবং তারা নিজেদের উৎসগীকরণের প্রেরণা উপলব্ধি করে। আমীন।

ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, হাইস্কুল শিক্ষক এবং ছাত্রদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাত এবং প্রশ্নোত্তর

দুটি ইউনিভার্সিটির ছজন অধ্যাপক, একজন হাইস্কুল শিক্ষক এবং ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এসেছিল। তারা সকলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পর বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেন।

অধ্যাপকগণ বলেন, আমরা এখানে মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসেছি। এখানে এসে আনন্দিত হয়েছি। আর মসজিদটি খুব সুন্দর তৈরী হয়েছে।

একজন অধ্যাপক প্রশ্ন করেন যে, আপনারা Aichi Prefecture এলাকায় মসজিদ নির্মাণ করেছেন। এই এলাকায় মসজিদ তৈরী করার কোন বিশেষ কারণ?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা অনেক দিন থেকে মসজিদের জন্য জায়গা সন্ধান করছিলাম। নাগোয়াতে জায়গা সন্ধান করছিলাম, সৌভাগ্যক্রমে এই জায়গাটি পাওয়ার পর তা কিনে নিই। আমাদের কোন বিশেষ এজেন্ডা ছিল না যে অমুক জায়গাতেই জায়গা কিনতে হবে।

একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আঁ হযরত (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ইসলামের উপর এমন এক যুগ আপতিত হবে যখন ইসলামের কেবল নাম অবশিষ্ট থাকবে। ইসলামের শিক্ষা মানুষ ভুলে যাবে এবং সেগুলির উপর আমল করা হবে না। এমন যুগ যখন আসবে তখন আল্লাহ তা'লা মুসলমানদের হেদায়তের জন্য মসীহ মওউদ এবং ইমাম মাহদীকে প্রেরণ করবেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য যে মসীহ মওউদ এবং ইমাম মাহদীর আগমণ অবধারিত ছিল তিনি এসে গেছেন। আমাদের মতে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি (আ.) হলেন সেই ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ।

আমাদের ধর্মবিশ্বাস হল আগমণকারী মসীহ ও মাহদী আঁ হযরত (সা.)-এর কাজকেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা আঁ হযরত (সা.)-এর কাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তিনি মানুষকে ইসলামের সঠিক শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করেছেন। কুরআন করীমের শিক্ষার প্রসার করেছেন এবং ইসলামের উপর আরোপিত ভ্রান্ত শিক্ষাবলীকে দূর করেছেন এবং সেগুলির সংশোধন করেছেন যা প্রচলন পেয়েছিল।

হুযুর আনোয়ার বলেন: জামাতের আহমদীয়ার সূচনা হয় ভারতের পাঞ্জাবে কাদিয়ান নামক একটি গ্রামে। প্রথমে জামাত ভারতে বিস্তার লাভ করে। এরপর ক্রমশঃ সেখান থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও মহাদেশে পৌঁছে যায়। ১৯১৩ সালে ব্রিটেনে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং এরপর ১৯২১ সালে আফ্রিকায় জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে জাপানে ১৯৩৫ সালে আমাদের প্রথম মুবাল্লিগ আসেন। আমেরিকায় ১৯২০-২১ সালে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। এবছর মরিসাসে আমাদের জামাত স্থাপনার ১০০ বছর পূর্ণ হয়েছে। তারা একশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে জুবিলি অনুষ্ঠান উদযাপন করছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এইরূপে আমরা শুরু থেকেই আন্তর্জাতিক স্তরে কাজ করছি আর বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমাদের মিশন এবং সেন্টার প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: ধর্মে কোন বল প্রয়োগ নেই। আমাদের কাজ হল প্রচার করা। আমরা প্রচার করি এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার এই বাণী অপরের কাছে পৌঁছে দিই যে নিজেদের স্রষ্টাকে চেন এবং তাঁর অধিকার প্রদান কর। প্রত্যেক মানুষ যেন অপরের অধিকার প্রদান করে, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করে, মানবজাতির সেবা করে, অপরকে সাহায্য করে এবং পরস্পরের প্রতি সংবেদনশীল হয়। এই বাণী আমরা পৃথিবীর সর্বত্র পৌঁছে দিচ্ছি। আমরা সংখ্যায় বৃদ্ধি পাচ্ছি। আফ্রিকাতেও আমরা কাজ করছি। সেখানে অভাবপীড়িত অঞ্চলে আমরা হাসপাতাল তৈরী করেছি এবং স্কুলও খুলেছি, যেখানে আমরা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ছাত্রদেরকে শিক্ষা দান করে থাকি আর দরিদ্র ছাত্রদেরকে বিনামূলে শিক্ষা দান করি। স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা ছাড়াও জনকল্যাণমূলক আরও অনেক কাজ চলছে। আমরা সেখানে পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করছি এবং আরও অনেক চাহিদাবলী পুরণ করছি।

হুযুর বলেন: আমরা দুই প্রকারের কাজ করছি। প্রথমত মানুষ যেন তাদের স্রষ্টাকে চেনে এবং তাঁর অধিকার প্রদান করে। দ্বিতীয়ত, মানুষ যেন পরস্পরের অধিকার প্রদান, পরস্পরকে ভালবাসে এবং পরস্পরের চাহিদাবলীর প্রতি দৃষ্টি রাখে। আর আমরা বাস্তবিক অর্থে মানবতার সেবার করছি।

একজন অধ্যাপক প্রশ্ন করেন যে, প্যারিসে যে সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনা ঘটেছে সে সম্পর্কে হুযুরের মতামত কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন: হামলকারীরা অত্যাচারী। ইসলাম এই ধরণের বর্বরতার অনুমতি দেয় না। কুরআন করীম বলে অকারণে কাউকে হত্যা করা, কারো প্রাণ হরণ করা সমগ্র মানবতাকে হত্যা করার নামান্তর মাত্র। ইসলামের নামে এই হত্যা ও খুনোখুনি হচ্ছে, এটি মোটেই ইসলামি শিক্ষা নয়। ইসলামের শিক্ষা হল শান্তি ও নিরাপত্তার শিক্ষা। মালির 'বামাকো'-তে এমনই একটি সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে যা নিতান্তই অত্যাচার।

এক অধ্যাপক প্রশ্ন করেন যে, আপনারা কি দিনে পাঁচ বার নামায পড়েন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা মুসলমান, আমরা নামায পড়ি। এই কারণেই আমরা মসজিদ তৈরী করেছি যাতে পাঁচ বার নামায পড়া হয়।

লোকেরা মক্কায় হজ্জের ইবাদতের জন্য যায়। আমাদেরকে বলা হয় যে আমরা মুসলমান নই, তাই হজ্জে যেতে পারবে না। কিন্তু আমাদের মধ্যে থেকে যে সুযোগ পায় সে যায় এবং হজ্জ করে। আমাদের প্রথম খলীফাও হজ্জ করেছিলেন। দ্বিতীয় খলীফাও হজ্জ করেছিলেন। অনেক আহমদী হজ্জে যান, আমি সুযোগ পাই নি, যখনই সুযোগ পাব ইনশাআল্লাহ্ হজ্জে যাব।

হুযুর বলেন: আমরা যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি সেগুলির সময়সূচি এরকম- একটি নামায পড়া হয় সকালে সূর্যোদয়ের কিছু পূর্বে। দ্বিতীয় নামায দুপুরে। আরেকটি নামায হয় দুপুর গড়িয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর। এরপর সূর্যোদয়ের পর এবং পঞ্চম নামাযটি সূর্যোদয়ের দেড়-দুই ঘন্টা পর পড়া হয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমরা পাঁচটি নামাযই পড়ে থাকি।

একজন অধ্যাপক প্রশ্ন করেন যে, মুসলমানরা কি শুকর ভক্ষন করে না?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলাম শুকরকে হারাম বা অবৈধ আখ্যায়িত করেছে এবং তা ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছে। কিন্তু কুরআন করীমে একথা বলা হয়েছে যে, যদি অনাহারে আপনার প্রাণ যাওয়ার উপক্রম হয় আর আপনার কাছে খাওয়ার জন্য কিছুই না থাকে, তবে এমন পরিস্থিতিতে জীবন রক্ষার্থে শুকরের মাংস একটি সীমা পর্যন্ত খেতে পারেন যাতে জীবন রক্ষা হয়। ইসলামি শিক্ষা অতটা কঠিন নয়।

অধ্যাপক এবং ছাত্রদের সঙ্গে এই সাক্ষাত অনুষ্ঠানন ৫টার সময় সমাপ্ত হয়।

কমিউনিস্ট পার্টির নেতা এবং একজন অধ্যাপিকার সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাত

কমিউনিস্ট পার্টির নেতা Mr. Yoshiaki Shouji এবং তাঁর স্ত্রী; Ruoko Shouji (এরা এক হাজার কিমি পথ অতিক্রম করে এসেছিলেন) এবং এক অধ্যাপিক হিরোকো মিনাসাকি (ভদ্রমহিলা আহমদীয়াতের বিষয়ে তিনটি গবেষণা পত্র লিখেছেন) হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনারা আমাদের অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য এসেছেন, এজন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই।

ইয়োশিয়াকি সাহেব বলেন, আমি হুযুর আনোয়ারের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। ২০১১ সালে জামাতের হিউম্যানিটি ফার্স্ট সংগঠন ভূমিকম্প এবং সুনামির সময় আমাদের সাহায্য করেছে। আমি বিশেষ করে হুযুর আনোয়ারকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।

হুযুর বলেন: মানবতার সেবা করা আমাদের কর্তব্য। দুর্গতদের সেবা এবং তাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করা আমাদের দায়িত্ব। এগুলি আমাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। আমরা ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যতেও সেবা করব আর আমরা এমন সেবা সর্বত্র এবং সব দেশেই করে থাকি।

ভদ্রলোক বলেন, আমরা আপনাদের পক্ষ থেকে, জামাতে আহমদীয়ার পক্ষ থেকে ভালবাসাপূর্ণ আচরণ অনুভব করতে পারি।

তিনি বলেন, মানুষ বিপদে পড়লে অপরের উপর ভরসা করার প্রবণতা কমে যায়, কিন্তু আমরা আহমদীদের উপর আস্থা রেখেছি, আপনারা অত্যন্ত প্রতিকুল পরিস্থিতিতে আমাদের সাহায্য

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 3 Thursday, 4 Oct, 2018 Issue No.40

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

করেছেন। মানুষ যখন কোন অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় তখন সে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ার বিষয়ে ভীত থাকে।

হুযুর আনোয়াার বলেন: মানুষের পরস্পরের উপকারে আসা উচিত। জামাত আহমদীয়া এমন এক জামাত যে আপনি এই জামাতের পক্ষ থেকে সব সময় সুখকর অভিজ্ঞতাই লাভ করবেন। আমরা সর্বদা সকলের কাজে আসি। আমাদের মধ্যে এই চেতনা রয়েছে যে, বিপদাপদ এবং দুঃখ-কষ্ট কি, কেননা, আমরা নিজেরাই বিপদাপদের মধ্যে রয়েছি।

অধ্যাপিকা হিরোকো মিনেসাকি বলেন, আমি ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা করছি এবং মুবাল্লিগ আনিস আহমদ নাদীম সাহেব এবং কানাডা জামেয়ার ছাত্র নাজিবুল্লাহ্ আয়ায সাহেবের কাছ থেকে দিক-নির্দেশনা নিচ্ছি।

হুযুর বলেন, আমি আশা করি আপনি ইসলাম আহমদীয়াত সম্পর্কে সঠিক দিক-নির্দেশনা পাবেন আর যা কিছু পেয়েছেন সেগুলিও সঠিক হবে এবং ভবিষ্যতেও সঠিক দিক-নির্দেশনা পাবেন।

আপনি যখন নিজের গবেষণা পূর্ণ করে বই লিখবেন তখন জাপানীরা ইসলামের সঠিক শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হবে।

ভদ্রমহিলা তার ছোট ছেলেকে কোলে নিয়ে ছিলেন। সেই ছেলেটি সম্পর্কে তিনি বলেন, আমি এর নাম রেখেছি মাহমুদ। হাসপতালে যাওয়ার পথে গাড়িতেই এর জন্ম হয়েছিল। যানজটের কারণে হাসপাতালে পৌঁছতে পারি নি।

হুযুর আনোয়ার মজার ছলে বলেন, মনে হচ্ছে যেন সে পৃথিবীতে আসার জন্য ব্যকুল হয়েছিল।

অতিথিবর্গের সঙ্গে সাক্ষাত অনুষ্ঠানটি ৫:১০টায় সমাপ্ত হয়।

প্রেসিডেন্ট এন্ড চীফ প্রিস্ট অফ কোবে চার্চ এবং জাপানের একমাত্র ধর্মীয় পত্রিকার সাংবাদিকের হুযুরের সঙ্গে আলাপ এবং সাক্ষাতকার।

Mr Yoshi Iwamura (Kobe Church) এবং kita Mura সাহেব (জাপানের একমাত্র ধর্মীয় পত্রিকা `Chugai Nippoh' এর প্রবীন সাংবাদিক) হুযুর আনোয়ারে সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

সাহেবকে হুযুর আনোয়ার সম্বোধন করে বলেন: আপনি যুক্তরাজ্যের জলসাতেও তো অংশগ্রহণ করেছিলেন। ভদ্রলোক বলেন, এখন আমি নাগোয়াতেও এসে গেছি।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, প্যারিসে যে ঘটনা ঘটেছে, জাপানও এবিষয়ে মর্মাহত। হুযুর এবিষয়ে কি মতামত পোষণ করেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: এটি অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা করি। কিছু সন্ত্রাসবাদীরা নিজেদেরকে বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিয়েছিল। বাকি যারা ধরা পড়েছে সরকারের উচিত তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া।

আমি দীর্ঘ সময় থেকে বলে আসছি যে সন্ত্রাসবাদীদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে অস্ত্র সরবরাহ করা হয় এবং অর্থায়নও করা হয়। তাদের উপর কোন লাগাম নেই। এখন তাদেরকে পাকড়াও করা উচিত এবং এই ধারা ছিন্ন হওয়া উচিত। যা কিছু হয়েছে অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা।

হুযুর বলেন: আমি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই ঘটনার নিন্দা করেছিলাম।

একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: মিডিয়া থেকে এই সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে যে, সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি নাকি বলেছে যে, সিরিয়া থেকে যে সমস্ত অভিবাসীরা ইউরোপের দেশগুলিতে আসছে তাদের প্রতি পঞ্চাশ জনে একজন করে আমাদের সদস্য রয়েছে। এখন আমরা বাহ্যিকভাবেও হামলা করব এবং সাইবার হামলাও করব।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি সম্প্রতি হল্যান্ড গিয়েছিলাম। সেখানেও সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছিল যে, এই সন্ত্রাসবাদীদের প্রতিনিধিরা এখানে পৌঁছে যাচ্ছে। তাই এদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা দরকার। তাদের সঠিকভাবে তত্ত্বধান হওয়া দরকার। বলা হচ্ছে যে, প্যারিসে যারা আক্রমণ করেছিল, তারা পুলিশের নজরে ছিল। শুধরে গেছে বলে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এরাই হামলা করেছিল।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, প্যারিসের হামলা হোক বা অন্য কোন সন্ত্রাসী ঘটনা হোক, এগুলি কি কোন কিছুর প্রতিক্রিয়ার পরিণাম?

হুযুর বলেন: এই দেশগুলি যখন সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটিতে বোমা বর্ষন করে তখন অনেক গরিব ও নিরীহ-নিরপরাধ মানুষও তাতে নিহত হয়। মহিলা এবং শিশুরাও এতে মারা যায়। তাই এটি তাদের আক্রমণের প্রতিক্রিয়া। এখন ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেছেন যে, যুদ্ধ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। এখন আমরা তাদের ঘাঁটিগুলিতে হামলা করব। এই ঘোষণা তাঁকে অনেক পূর্বেই করা উচিত ছিল যে যুদ্ধ পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে আর এর অবসান চাই। এই পদক্ষেপ যদি পূর্বেই গৃহিত হত ফ্রান্সের এই ঘটনা আজ ঘটত না। আমি সেই সমস্ত দেশগুলিকে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এসেছি যে স্থলবাহিনী পাঠান যারা তাদের সঙ্গে গিয়ে যুদ্ধ করবে। আর এই সব আকাশ পথে হামলা বন্ধ হোক যাতে নিপরাধ নাগরিকরা মারা না যায়।

সাংবাদিক বলেন, ইরাক ও আফগানিস্তানে যা কিছু হয়েছে তা অন্যায়। উসমানিয়া সাম্রাজ্যেও ইউরোপ তুরস্কের উপর অত্যাচার করেছিল। আর এখন আমেরিকা যে সিরিয়া ও অন্যান্য দেশে করছে, সন্ত্রাসবাদী ঘটনাগুলি কি এইসব আক্রমণের প্রতিক্রিয়া হতে পারে? এ সম্পর্কে হুযুর কি মতামত ব্যক্ত করেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: ১৯৯১ সালে ইরাক যুদ্ধ হয়, যেখানে ন্যায়-নীতি অনুসরণ না করার ফলে পরিস্থিতির অবনতি হয়। হুযুর বলেন: আমি ক্যাপিটাল হিলের ভাষণে স্পষ্টভাবে একথা বলেছিলাম এবং তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যে, তোমরা যদি ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত না কর এবং দ্বৈত নীতি নিয়ে চল তবে সবই ব্যর্থ, আর শান্তিও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তোমরা সফল হবে না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যে সমস্ত পরাশক্তিগুলির সঙ্গে অন্যান্য দেশ ও সংগঠনগুলি তাল মেলায়, এরা তাদের সাহায্য করে আর যখন তাদের স্বার্থ ফুরায় তারা সঙ্গ ত্যাগ করে। সিরিয়া এবং ইরাকে যে ঘটনা ঘটেছে, যে সমস্ত সংগঠন এবং দল এই সমস্ত পরাশক্তিগুলি দ্বারা তৈরী হয়েছিল। সেগুলিকে পূর্বে তারা সাহায্য করে এসেছে এবং পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছে। তাদেরকে প্রশিক্ষনও দিয়েছে। এখন নিজেদের স্বার্থ ফুরাতে এদেরকে ত্যাগ করেছে। এখন এই সংগঠনগুলি তাদের হাতের বাইরে চলে গেছে এবং তাদের বিরোধীতার জন্য কাজ করছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ক্যাপিটাল হিলে ভাষণ দেওয়ার পর এক কংগ্রেস ম্যান আমাকে এসে বলেন, আপনি একদম ঠিক বলেছেন যে, অন্যের সম্পদের উপর দৃষ্টি দিবে না। এতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। বৃহৎ শক্তিগুলি অপরের সম্পদের উপর দৃষ্টি দেয় এবং অবৈধ পন্থায় সেই সম্পদের উপর দখল জমায় যার ফরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং শান্তি বিঘ্নিত হয়।

কোবের চীফ প্রীস্ট বলেন, হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ সাক্ষাত করা আমার জন্য বড় সম্মানের বিষয়।

আমার শেষ প্রশ্ন হল আমি হুযুর আনোয়ারের কাছে শান্তির পরিভাষা জানতে চাই। কেননা, এখনও পর্যন্ত আমি সঠিক পরিভাষা পাই নি। এখন আমরা কেবল শান্তির কথাই বলব, কেননা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমরা লক্ষ লক্ষ মানুষকে হারিয়েছি।

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলাম অনুসারে শান্তির পরিভাষা হল তোমরা নিজের জন্য কিছু পছন্দ কর তাই অপরের জন্য পছন্দ কর। যদি এই কথা মেনে চলা হয় তবে অধিকার নেওয়ার পরিবর্তে অদিকার দেওয়ার কথা হবে। আর যখন অপরকে তার অধিকার দিবেন তখন ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সহিষ্ণুতার বাতাবরন সৃষ্টি হবে, ফলে সমাজে শান্তি বজায় থাকবে।

শান্তির এই পরিভাষা শুনে তিনি বলেন, এই ব্যাখ্যা হৃদয়স্পর্শী।

পরিশেষে চীফ প্রীস্ট বলেন, আমি দোয়া করি এই মসজিদ যেন জপানীদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যম হয়।

হুযুর বলেন: আমাদের বাণী হল ভালবাসা, শান্তি ও নিরাপত্তার।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir.